১১০টি ঈশপের গল্প

ঈশপের গল্প

এই ইবুকটি উৎসর্গ করলাম শিশির শুভ্র ভাই কে।

ইবুক – সঞ্জয় হুমানিয়া

১১০টি ঈশপের গল্প

ঈশপের গল্প (১ – ৫)

ছোটবেলায় প্রথম যে বইটি পড়ে দুনিয়ায় টিকে থাকার রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে পারি সেটি ছিল ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর করা ঈশপ-এর গল্পের অনুবাদ – 'কথামালা'। আমার বাবার আমাকে প্রথম উপহার যা আমার মনে পড়ে। বইটি হারিয়ে গেছে। গল্পগুলি রয়ে গেছে মনের ভিতর। যত বড় হয়েছি, গল্পগুলি তত বেশী করে অনুভব করেছি। আবার কখনো কখনো সেগুলি থেকে অন্য রকমের মজা পেয়েছি। সম্প্রতি ইচ্ছে হচ্ছিল গল্পগুলি ফিরে পড়ার। ভাবলাম, আপনাদের-ও সঙ্গী করে নি-ই। ইংরেজী পাঠের অনুসারী বঙ্গানুবাদ করেছি, তবে আক্ষরিক নয়। সাথে ফাউ হিসেবে থাকছে আমার দু-এক কথা।

(১)The Wolf Turned Shepherd

রাখাল সাজা নেকড়ে

ধরা খাওয়ার ভয়ে এক নেকড়ে কিছুতেই ভেড়ার পালের কাছ ঘেঁষতে পারে না। তখন জামা-কাপড় চাপিয়ে সে এক রাখাল সেজে নিল। এইবার সে সোজা চলে এল ভেড়াগুলোর পাশে। আসল রাখাল তখন ঘুম লাগাচ্ছে আর ভেড়াগুলো নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। মুস্কিলটা হল ভেড়া পাকড়াতে গেলে অন্ততঃ কোন একটাকে দলছুট করা দরকার! নেকড়ে-রাখাল তাই আসল রাখাল-এর মত হুস-হাস আওয়াজ করে ভেড়াগুলোকে এদিক ওদিক ভাগানোর তাল করল। তাতে লাভ হল এই – গলা দিয়ে নেকড়ের হাউ-হাউ বেরিয়ে এল। ব্যাস, রাখাল গেল জেগে। পিটুনির চোটে নেকড়ে শেষ।

নীতিশিক্ষাঃ ছদ্মবেশ ধরে কাজ করতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবেই (আর সব পণ্ড হবে)

আমি আরো বলিঃ মুখ খুলতে দিলেই ধরা পরবে কার ছাল গায়ে কে এসেছে।

(২)The Stag at the Pool

জলের ধারের শিঙেল হরিণ

মাঠের ধারে দিঘীর জলে নিজের ছায়ায় বাহারী শিং-এর রূপ দেখে দেখে এক শিঙেল হরিণ একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে দিল তার কুচ্ছিৎ দেখতে কাঠি কাঠি পা-গুলো। এমন সময় এক সিংহ এসে হাজির সেই জলের ধারে। হরিণ তখন একটু আগে দুচ্ছাই করা ঐ পাগুলোরই ভরসায় দে দৌড়, দে দৌড়। বেঁচে গিয়েওছিল প্রায়। মারা পড়ল জঙ্গলে ঢুকে গাছপালায় শিং জড়িয়ে গিয়ে। সিংহের হাতে মরতে মরতে হরিণ আফশোষ করল – "কী হতভাগা আমি! বুদ্ধুর বুদ্ধু! যে পাগুলো আমায় বাঁচাতে পারত সেগুলোকেই গাল পাড়ছিলাম, আর যে শিংগুলো নিয়ে এত গর্ব করছিলাম সেগুলোর জন্যই শেষে মারা পড়লাম।"

নীতিশিক্ষাঃ আসলেই যা দামী, প্রায়ই তার ঠিকমত কদর হয় না।

আমি আরো বলিঃ অহংকারীরা তাদের দুর্বলতার হদিশ পায় না বলেই তাদের পেড়ে ফেলা যায়।

(৩)The Fox and the Mask

শেয়াল ও মুখোশ

এক শেয়াল একবার এক নাটুয়ার বাড়ি ঢুকে পড়ল। মাল-পত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে পেয়ে গেল একটা মুখোশ। মানুষের মুখের এক চমৎকার নকল। শেয়ালটা থাবা দিয়ে ঐ মুখোশ নাড়াচাড়া করতে করতে বলে উঠল – "কি সুন্দর মাথা একটা। কিন্তু কোন দাম নেই এর কারণ এটার ভিতরে এক ছটাকও মগজ নেই। "

নীতিশিক্ষাঃ বুদ্ধি ছাড়া সুন্দর মুখের দাম সামান্যই।

আমি আরো বলিঃ শিল্পের দাম বুঝলে শেয়াল তো মানুষ-ই হয়ে যেত!

(৪)The Bear and the Fox

ভালুক আর শেয়াল

এক ভালুক-এর খুব ইচ্ছা সবাইকে জানায় কি বিরাট পরোপকারী আর দয়ালু স্বভাব তার। এই নিয়ে বক্তালি করতে গিয়ে সে জানাল যে সমস্ত পশুপাখীর মধ্যে সে-ই মানুষকে সবার চেয়ে বেশী সম্মান দ্যায় কারণ সে কখন-ও কোন মরা মানুষ নিয়ে টানাটানি করে না।

এক শেয়াল সে সব শুনে মুচকি হেসে ভালুকটাকে বলে, "হুঁঃ! সবসময় জ্যান্ত মানুষ খাওয়ার বদলে তুমি যদি মরা মানুষ খেতে সেটাই বরং তাদের পক্ষে ভাল হত।"

নীতিশিক্ষাঃ না মরলে দ্যায় না, অমন সম্মান দেওয়ার কোন মানে হয় না।

আমি আরো বলিঃ শিয়ালের উস্কানিতে মরা সেজেও আর ভালুকের হাত থেকে বাঁচা যাবে না!

(৫)The Wolf and the Lamb

নেকড়ে ও ভেড়ার গল্প

ঘুরতে ঘুরতে এক নেকড়ে একটা দলছুট ভেড়াকে একলা পেয়ে গেল। নেকড়ের ইচ্ছে হল বেশ মহত্ব দেখায়। ভেড়াটার উপর কোন হামলা না চালিয়ে বরং কিছু যুক্তি-তক্ক দিয়ে সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যাক যে ভেড়াটাকে খাওয়ার ব্যাপারটা নেকড়ের হক-এর মধ্যেই পড়ে। সে ভেড়াটাকে বলল
"এই যে মশায়, গেল সনে আপনি আমাকে বিস্তর অপমান করেছিলেন।"
ভেড়াটা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল "কিন্তু, আমার তো গত বছর জন্মই হয়নি!"
নেকড়েটা তখন বলে, "হতে পারে। কিন্তু, আমার মাঠের ঘাস খাও তুমি"

“না হুজুর,” ভেড়া উত্তর দ্যায়, “ঘাস খেতে কেমন তাই আমি জানি না এখনো।”

নেকড়ে ছাড়ে না, “তুই আমার কুয়ো থেকে জল খাস। ”

“না, না,” আর্তনাদ করে ওঠে ভেড়াটা, “আমি এখনো এক ফোঁটা জল ও মুখে দিইনি। আমি ত এখনো শুধু মা’র দুধ খাই! ”

“হুম! আমার সব অভিযোগ-এর তুই ভালই জবাব দিয়ে দিয়েছিস। কিন্তু, তা বললে তো আর আমার পেট চলবে না।” এই বলতে বলতেই ভেড়াটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শয়তান নেকড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল।

নীতিশিক্ষাঃ অত্যাচারী সবসময়ই অত্যাচার করার জন্য কিছু না কিছু কারণ খুঁজে বার করে ফেলে।

আমি আরো বলিঃ যারা কোন কথা শুনবে না ঠিক করেই রেখেছে, তাদের সাথে যুক্তি-তর্কে গিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

ঈশপের গল্প (৬ – ১০)

৬)The One-Eyed Doe

এক চোখ-নষ্ট হরিণ-এর গল্প

এক হরিণ-এর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেখতে না পাওয়া বিপদ-এর হাত থেকে বাঁচতে সে সমুদ্রের ধারের মাঠে ঘাস খেয়ে বেড়াত। তার ভাল চোখটা সে ফিরিয়ে রাখত ডাঙ্গার দিকে যাতে কোন শিকারী বা শিকার ধরা কুকুর এলে দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে যায়। সমুদ্রের দিক থেকে সে কোন বিপদের ভয় করত না। তাই তার নষ্ট চোখটা সে ঐ দিকে রেখে রেখে চরে বেড়াত। একদিন সমুদ্রে সেই এলাকা দিয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছিল কিছু লোক। তারা হরিণটাকে দেখতে পেয়ে অনায়াসে তাক করে তাকে মেরে ফেলল।
মরার সময় হরিণটা বলে গেল, "কি দুর্ভাগা আমি! ডাঙ্গার দিক থেকে যাতে বিপদে না পড়ি তার জন্য কত ব্যবস্থা নিলাম, এমনকি এই সাগরের ধারে চলে এলাম, ভেবেছিলাম বেঁচে গেলাম, উল্টে আরো সহজে মারা পড়লাম।"

প্রাচীন বচনঃ যে দিক থেকে সবচেয়ে কম সন্দেহ করা যায়, অনেক সময় সেদিক থেকেই বিপদ ঘনিয়ে আসে।

আমি বলিঃ অন্ধ বিশ্বাস পতন ঘটায়। যুক্তি দিয়ে সবসময় সবদিকে নজরদারী জারী রাখতে লাগে।

(৭)The Dog, Cock and Fox

কুকুর, মোরগ আর শিয়াল-এর গল্প

এক কুকুর আর তার সাথী এক মোরগ। দু'জনে মিলে ঘুরতে বেড়িয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। তখন তারা আশ্রয়ের জন্য ঘন বনের মধ্যে

চলে এল। মোরগ চড়ে বসল এক গাছের অনেক উঁচু একটা ডালে আর কুকুর সেই গাছের নীচে তার বিছানা পেতে নিল। ভোর হলে, যেমন সে রোজ করে, মোরগ ডেকে উঠল কোঁকড়-কো করে। সেই আওয়াজ শুনে এক শিয়ালের মনে হল সকালের নাস্তাটা আজ মোরগের মাংসে সেরে ফেললে খাসা হয়। শিয়াল তখন ঐ ডালটার নীচে চলে এল আর নানাভাবে মোরগের মিষ্টি গলার আওয়াজের সুখ্যাতি করে তার সাথে দোস্তি পাতাতে চাইল।

"আপনি রাজী থাকলে," বলল সে মোরগকে, "আজকের দিনটা আপনার সাথে কাটাতে পারলে আমার খুব ভাল লাগবে।"

মোরগ বলল, "মশায়, এক কাজ করেন, একটু এগিয়ে এই গাছের গোড়ায় চলে যান। আমার মালপত্র যে টানে সে ঐখানে ঘুমিয়ে আছে। তারে ডেকে তোলেন, সে আপনাকে এখানে আসার জন্য দরজা খুলে দিবে।"

শিয়ালকে ঐদিকে আসতে দেখেই কুকুর একেবারে লাফ দিয়ে উঠল আর শিয়ালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ অন্যদের যারা ফাঁদে ফেলতে চায়, প্রায়ই তারা নিজেরাই নিজেদের ফাঁদে পড়ে যায়।

আমি বলিঃ চেনা শয়তান যখন ভাল কথা বলে মন ভোলায়, জেনে রেখো সে তোমায় ডোবানোর ফন্দী আঁটছে।

(৮)The Mouse, the Frog, and the Hawk

ইঁদুর, ব্যাঙ, আর বাজপাখীর গল্প

এক ইঁদুর, এমনই কপাল খারাপ তার, এক ব্যাঙ-এর সাথে জিগরী দোস্তি পাতিয়ে বসল। ব্যাঙটা একদিন, মাথায় নষ্টামি বুদ্ধি চাপলে যা হয়, ইঁদুরটার এক পায়ের সাথে নিজের এক পা আচ্ছা করে বেঁধে ফেলল। তারপর টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলল সে নিজে যেই পুকুরে থাকত সেখানে। পুকুর-পাড়ে পৌঁছে, হঠাৎ সে ঝপাং করে দিল লাফ, ইঁদুর-সুদ্ধ সোজা

জলে গিয়ে পড়ল। জলে পড়ে সেই ব্যাঙের সে কি মাতামাতি! সাঁতরাচ্ছে, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে ডাকাডাকি করছে, যেন এক বিরাট কাজ করে ফেলেছে সে। ইঁদুরটা কি কষ্ট যে পেল! খানিকক্ষনের মধ্যেই জলে ডুবে, দম আটকে মারা গেল বেচারা। তার শরীরটা জলে ভাসতে থাকল। তখনো ব্যাঙের পা-এর সাথে তার পা বাঁধা। উড়তে উড়তে এক বাজপাখীর নজরে পড়ল সেই জলে-ভাসা ইঁদুর। ছোঁ মেরে নেমে এসে ইঁদুরটা নিয়ে সে উঠে গেল ঐ-ই-ই উঁচুতে। ইঁদুরের পায়ে পা বাঁধা থাকায় সেই ব্যাঙ-ও তখন বাজ-এর থাবায় বন্দী। এর পর ইঁদুরের সাথে সাথে ব্যাঙটা-ও চলে গেল বাজ-এর পেটে।

প্রাচীন বচনঃ যেমন কাজ তার তেমন ফল।

আমি বলিঃ যে পাজী সে হয়ত ছাড়া পাবে না, কিন্তু তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দ্যায় যে হতভাগা সে মারা পড়বে সবার আগে।

(৯)The Dog and the Oyster

এক কুকুর আর ঝিনুক-এর গল্প

এক কুকুর খুব ডিম খেতে ভালবাসত। একদিন সে একটা অয়স্টার বা দুই-খোলের ঝিনুক কুড়িয়ে পায়। ঝিনুকটাকে ডিম ভেবে মুখখানা এতবড় হাঁ করে সে ওটাকে গিলে ফেলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে আর্তনাদ করতে থাকে, "এমন বুদ্ধু আমি, গোল দেখলেই ভাবি ডিম, আমার এইরকম চরম কষ্টই পাওয়া উচিত।"

প্রাচীন বচনঃ হড়বড়িয়ে কাজ করে, পস্তাতে হয় পরে পরে।

আমি বলিঃ হড়বড়াং – চিৎপটাং – মন্তব্য লাফাং – ডুপ্পি ঘ্যাচাং – কপাল চাপ্রাং – ঠাং-ঠাং-ঠাং

(১০)The Wolf and the Shepherds

এক নেকড়ে আর ভেড়া চড়ানো রাখালেরা

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক নেকড়ে। একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখে বাড়ির মধ্যে ভেড়া চড়ানো রাখালের দল রাতের খাবার সারছে গাদা গাদা মাংস দিয়ে। নেকড়েটা তাই দেখে সেই রাখালদের ডেকে বলল, "এই কাজটাই যদি আমি করতাম, চ্যাঁচামেচি করে তোমরা দুনিয়া মাথায় তুলে ফেলতে।"

প্রাচীন বচনঃ লোকেরা নিজেরা যা করে সেটাই অন্য কেউ করলে তখন তাকে দোষ দিতে থাকে।

আমি বলিঃ নিজের বিশ্বাসটাই শুধু ঠিক বলে যারা জাহির করে, তারাই অন্য লোকেরা একই রকম করলে সেই লোকেদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায়।

ঈশপের গল্প (১১ – ১৫)

ঈশপের নীতিগল্পগুলি পড়েছি অনেক ছোটবেলায়। যত বড় হয়েছি, গল্পগুলি তত বেশী করে অনুভব করেছি। সম্প্রতি ইচ্ছে হ'ল সে'গুলি ফিরে পড়ার, ধরে রাখার – নিজের মত করে ।
ইংরেজী পাঠের অনুসারী বঙ্গানুবাদ, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

(১১)The Hares and the Frogs

খরগোশ-এর দল আর ব্যাঙ-দের গল্প

খরগোশদের সবকিছুতে এত ভয় করে! আর সেই কবে থেকে যে তারা জেনে গেছিল – সবসময় হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে তাদের! একসময় খুব দুঃখ হল তাদের, আর সহ্য হয়না এ যন্ত্রণা। এক ধাক্কায় এবার সব মিটিয়ে ফেলা দরকার, একটা হু-ই-ই উঁচু খাড়াই পাহাড় থেকে নীচের হ্রদের গহীন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব শেষ করে দিলেই পরম শান্তি। দলে দলে হ্রদের দিকে চলল তারা। তাদের এত এত পায়ের আওয়াজে জলের ধারে সার দিয়ে

বসে থাকা ব্যাঙদের মনে ভীষন ভয় ধরে গেল। বাঁচবার জন্য হুড়মুড় করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তারা ডুব লাগাল গভীর জলের নীচে। ব্যাঙেদের এইভাবে দুদ্দাড় করে হাওয়া হয়ে যেতে দেখে, খরগোশদের একজন বলে উঠল, "আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও দোস্তোরা সব, বাদ দাও যা করতে যাচ্ছিলে, দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের থেকেও অনেক ভীতুরা দিব্যি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।"

প্রাচীন বচনঃ আমাদের থেকেও যারা অসহায় অবস্থায় আছে তাদের দেখলে নিজেদের উপর আস্থা জেগে ওঠে।

আমি বলিঃ পালিয়ে যাওয়া ছাড়া যারা বাঁচতে জানে না, সামান্যতম আশঙ্কাতেই তারা লাফিয়ে পালিয়ে যাবে। একবার থেমে দেখবেও না ঘটনাটা কি! কি হবে তাদের দিয়ে!

(১২)The Lion and the Boar

সিংহ আর শুয়োরের গল্প

এক গ্রীষ্মের দিন। ভয়ানক গরমের চোটে তেষ্টায় সবার অবস্থা কাহিল। এক সিংহ আর এক শুয়োর এক সাথে এসে হাজির ছোট এক কূয়োর ধারে। কে আগে জল খাবে এই নিয়ে দুজনের মধ্যে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। তারপর সেই ঝগড়া থেকে শুরু হল মারামারি, মরণপণ – প্রাণ থাকতে অন্যজনকে আগে জল খেতে দেবে না। লড়তে লড়তে একসময় দুজনেই একটু থেমেছে, দম নিয়ে নিতে – আরো ভয়ংকর হিংস্র লড়াই লড়ার জন্য। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে একটু তফাতে সার দিয়ে বসে আছে – শকুনেরা, ভূরিভোজের অপেক্ষায়। অচল হয়ে যেই একজন শুয়ে পড়বে, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে। এই দেখে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুদ্ধ থামিয়ে দিল, বললঃ "আমাদের বরং দোস্তি করে নেওয়াই ভাল। না হলে তো কাক শকুনের খাদ্য হতে হবে, স্রেফ আমাদের দম ফুরিয়ে পড়ে যাওয়ার অপেক্ষা।"

প্রাচীন বচনঃ একদল যখন লড়াই করে আরেকদল তখন তাদের উপর নজর রাখে, লড়িয়েদের কেউ একজন হেরে গেলেই তার হার থেকে তারা তখন নিজেদের ফায়দা তুলবে।

আমি বলিঃ এযুগের ধান্দাবাজ শকুনেরা আর শুধুই দর্শক নয়, তারাই লড়াইগুলোর আয়োজন করে। ধর্মের নামে, ইজ্জমের নামে, দলের নামে, শতেক অজুহাতে, তারাই আমজনতাকে লড়িয়ে দ্যায় পরস্পরের বিরুদ্ধে। তারপর ফায়দা তোলে সকলের দুরবস্থা থেকে।

(১৩)The Mischievous Dog

নচ্ছার কুকুরের গল্প

এক কুকুর লোকজন দেখলে চুপচাপ তাদের দিকে তেড়ে যেত, তারপর তারা কিছু টের পাওয়ার আগেই তাদের গোড়ালিতে কামড় বসাত। কুকুরটার মালিক মাঝে মাঝে তার গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দিত যাতে সে কোথাও গেলে চারপাশের সবাইকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হয় যে সে এসে গেছে। আবার মাঝে মাঝে তার গলায় একটা শিকল বেঁধে সেই শিকলে একটা ওজনদার ভার ঝুলিয়ে দিত যাতে সে লোকজনকে কামড়ানোর জন্য ছুট লাগাতে না পারে।

কুকুরটা দিনে দিনে তার এই ঘন্টা আর ভার-টা নিয়ে খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠল। ওগুলো নিয়ে সেই বাজার এলাকার সব জায়গায় সে দেখিয়ে বেড়াত। তখন এক বুড়ো শিকারী কুকুর একদিন তাকে ডেকে বলল, ‘‘এত নিজেকে দেখিয়ে বেড়ানোর কি হয়েছে তোর? যে ঘন্টা আর ভার-টা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াস, সেগুলো কোন সম্মান-পদক নয়, বরং, অপমানের চিহ্ন। সব্বাইকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা যে তুই একটা নচ্ছার স্বভাবের কুকুর।’’

প্রাচীন বচনঃ কোনভাবে তাকে নিয়ে কথা হলেই অনেকে সেটাকে সুখ্যাতি ভেবে ভুল করে বসে।

আমি বলিঃ দেশের সেবার নামে মাস্তানি করে আহাম্মকেরা ভাবে লোকেরা তাদের মাথায় করে রেখেছে। পরের ভোটে হারার আগে বোঝেনা লোকেরা আসলে তাদের কি চোখে দেখছে।

(১৪)The Quack Frog

এক হাতুড়ে-ডাক্তার ব্যাঙ-এর গল্প

এক ব্যাঙ একদিন বনের সব জন্তু-জানোয়ারদের ডেকে জানিয়ে দিল যে সে সবার সব রোগ সারিয়ে দিতে পারে। এক শিয়াল তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘‘সকলের জন্য নিদান দেওয়ার ভান কর কি করে হে? নিজের খোঁড়াদের মত লাফিয়ে চলা আর কুঁচকানো চামড়া-টাই তো তুমি সারাতে পার না?’’

প্রাচীন বচনঃ অন্যের স্বভাব শোধরানোর আগে নিজেকে শোধরালে লোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।

আমি বলিঃ ঠিকমত চেপে না ধরা পর্যন্ত সব-জান্তা ভন্ডরা দিব্যি তাদের লোক-ঠকান ব্যাবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

(১৫)The Ass the Fox, and the Lion

গাধা, শিয়াল আর সিংহের গল্প

এক গাধা আর এক শিয়াল জোট বাঁধল যে তারা একসাথে খাবার জোগাড় করবে। বনে ঢুকতেই তারা দেখে এক সিংহ আসছে। শিয়াল তাড়াতাড়ি সিংহের কাছে গিয়ে তাকে কথা দিল যে সিংহ যদি শিয়াল-কে না মারে তবে সে গাধাকে তার হাতে তুলে দেবে। সিংহ রাজী হয়ে গেল – শিয়ালের কোন ক্ষতি সে করবে না। শিয়াল তখন গাধাকে পথ দেখানোর ছল করে এক গভীর গর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলল। সিংহ যেই দেখল যে গাধার ব্যবস্থা হয়ে গেছে তখন প্রথমেই থাবা মেরে শিয়ালটাকে খেল, আর তারপর ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে গাধাটাকে ধরল।

প্রাচীন বচনঃ বিশ্বাসঘাতকের কপালে বেইমানি-ই জোটে।

আমি বলিঃ সময় থাকতে বেইমানদের মুখোশ খুলে তাদের থেকে সরতে না পারলে নিজের ধ্বংস অনিবার্য।

ঈশপের গল্প (১৬ – ২০)

(১৬)The Wolf and the Sheep

নেকড়ে আর ভেড়ার গল্প

এক নেকড়ের একদিন খুব শরীর খারাপ করেছে, নড়তে-চড়তে পারছে না। বসে থাকতে থাকতে একসময় দেখে এক ভেড়া যাচ্ছে সেখান দিয়ে। নেকড়েটা তাকে ডেকে কাছের ঝর্ণা থেকে জল এনে দেওয়ার অনুরোধ জানালো। "জল এনে দিলেই হবে," ভেড়াটাকে বলল সে, "মাংসের যোগাড়টা আমি নিজেই করে নিতে পারব।" "হ্যাঁ, তার আর সন্দেহ কি," ভেড়া শুনে বলে, "আমি তোমায় একটি আঁজলা জল এনে দিলেই হবে। তার পরে এই আমাকে দিয়েই মাংস জোগাড় করার কাজটাও তোমার এমনিই হয়ে যাবে।"

প্রাচীন বচনঃ ধোঁকাবাজী কথা সহজেই ধরা পড়ে যায়।

আমি বলিঃ তোমাকে মেরে যার লাভ আছে, সে যখন নিরীহ কথা বলে কাছে ডাকে, নিশ্চিত জেনো সেটা ফাঁদ, একবার বিশ্বাস করেছ কি মরেছ।

(১৭)The Cock and the Jewel

এক মোরগ আর একটা খুব দামী মণি

এক মোরগ খাবার খুঁজছিল। নিজে খেতে হবে, বাচ্ছাদেরও খাওয়াতে হবে। এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করতে করতে হঠাৎ তার নজরে আসে বাহারী এক মণি – অত্যন্ত দামী। মণিটা দেখে মোরগ বলল, " মণি রে, আমার বদলে তোর মালিক যদি তোকে এখন পেত, আদর করে তুলে নিত তোকে, সাজিয়ে রাখত তোকে কত মর্যাদা দিয়ে। কিন্তু আমার কাছে তোর কোন দাম-ই নেই। দুনিয়ার সমস্ত মণি এনে দিলেও আমি বরঞ্চ চাইব একটা শস্যের দানা।"

প্রাচীন বচনঃ একটা অতি দামী জিনিষ ও তার কাছে অর্থহীন যে লোক সেটাকে কোন কাজে লাগাচ্ছে না।

আমি বলিঃ বিশ্বাসে নির্ভর করেই যারা চলবে ঠিক করেছে, যুক্তি-তর্কের মহাজ্ঞানে তাদের কিছু যায়-আসে না।

(১৮)The Two Pots

দুই কলসীর গল্প

নদীতে ভাসতে ভাসতে চলেছে দুই কলসী। এক কলসী মাটির, এক কলসী পিতলের। স্রোতের টানে ভেসে যেতে যেতে মাটির কলসী পিতলের কলসীকে বলে, "প্রার্থনা করি রে ভাই, দূরে দূরে থাক, আমার দিকে আসিস না তুই। আলতো করেও যদি একবার ছুঁয়ে ফেলিস আমায়, টুকরো টুকরো হয়ে যাব আমি; আর আমার কথা যদি বলিস, তোর ধারে কাছে যাওয়ার কোন ইচ্ছা নেই আমার।"

প্রাচীন বচনঃ ঠিক ঠিক বন্ধুত্ব হয় শুধু সমানে সমানে।

আমি বলিঃ যে মহাজন সুদ দ্যান, তিনি যত-ই চিকন-চাকন হন, তারে দূরে রাখাই ভাল। তার সাথে 'তুমিও মালিক, আমিও মালিক' এই বেরাদরীতে গেলে আখেরে পস্তাতে হবে।

(১৯)The gnat and the Lion

এক ডাঁশ আর এক সিংহ

এক ডাঁশ এক সিংহের কাছে এসে খুব কষে তড়পাল ঃঃ "শোন রে সিংহ, আমি তোকে একটুও ভয় পাই না, আর তুই আমার থেকে কিছুই শক্তিশালী নোস। তোর জোরটাই বা কিসে? আঁচড়াতে পারিস নোখ দিয়ে, কামড়াতে পারিস দাঁত দিয়ে – কি এল গেল তাতে? আবার ও বলছি, শুনে রাখ, সব দিক ভেবে দেখলে আমার জোর তোর থেকে অনেক বেশী। কোন সন্দেহ থাকলে, আয়, লড়ে যা, দেখি কে জেতে।" এই বলে, সেই ডাঁশ ভোঁ

ভোঁ আওয়াজ করে, ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহের উপরে আর একেবারে তার নাকের ডগায় দিল হুল ফুটিয়ে। সিংহ ডাঁশটাকে থাবার থাবায় মেরে ফেলতে গিয়ে নিজের-ই নখ-এ নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে ভীষণ রকম কাহিল হয়ে পড়ল। ডাঁশ এইভাবে সিংহের সাথে যুদ্ধ জিতে ফেলে গোঁ গোঁ করে বিজয়-সঙ্গীত গাইতে গাইতে উড়ে চলে গেল। কিন্তু বেশীদূর যাওয়া হল না তার, সোজা গিয়ে জড়িয়ে গেল কাছাকাছি এক মাকড়সার জালে। খানিকক্ষণের পরে, চলে গেল মাকড়সার পেটে। মরার সময় ডাঁশটা খুব করে নিজের ভাগ্যকে শাপশাপান্ত করে বলে গেল, "কি দুঃখের কথা, আমি, সিংহের মত একটা মহা শক্তিশালী জন্তুকে যে অনায়াসে হারিয়ে দিয়ে এল, একটা তুচ্ছ মাকড়সাটার কাছে শেষ হয়ে গেলাম।"

প্রাচীন বচনঃ সবচেয়ে কম যাকে ভয় করা যায়, সেই দেখা যায় সবার চেয়ে বেশী ভয়ংকর হয়ে উঠল।

আমি বলিঃ একটা লড়াই জিতলেই যদি কান্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়, বাকি লড়াইগুলো আর তা হলে জিততে হবে না।
(টীকাঃ ডাঁশ = মশা জাতীয় পতঙ্গ, হুল ফুটিয়ে অবস্থা কাহিল করে ফেলে)

(২০)The Widow and her Little Maidens

এক বিধবা আর তার ছোট ছোট দুই কাজের মেয়ে

এক বিধবা মহিলার মহা বাতিক ছিল সবকিছু পরিস্কার করে রাখার। দুটি ছোট ছোট মেয়েকে সে লাগিয়ে নিয়েছিল তার কাজে। খুব খাটাত সে মেয়েগুলোকে। ভোরবেলা মোরগের কোঁকর কোঁ ডাক শোনা গেলেই সে তাদের কাজ করার জন্য ঠেলে তুলে দিত। জেরবার হয়ে গিয়ে মেয়েদুটো একদিন ঠিক করল যে মোরগটাকে শেষ করে দিলেই ওটা আর তাদের মালকিনকে জাগাতে পারবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ – মেরে ফেলল তারা মোরগটাকে। ফল হল এই, এবার তারা আরো মুস্কিলে পড়ে গেল। মোরগের ডাক না শুনতে পাওয়ায় তাদের মালকিন এখন সময়ের আর

কোন হিসেব-ই করে উঠতে পারল না। মাঝরাত্তিরেই সে তাদের ঠেলে তুলে দিয়ে কাজ করতে লাগিয়ে দিল।

প্রাচীন বচনঃ অন্যায্য উপায়ে কাজ-এর চাপ কমাতে গেলে ঝামেলা আরো বেরে যায়।

আমি বলিঃ অসহায় যারা তারা পিষ্ট হতে হতে একসময় কোন একটা ভুল করে ফেলবে। ফলে, তখন তারা আরো বেশী করে পিষ্ট হবে। আর, নীতিনির্ধারকেরা তাদের উদাহরণ তুলে ধরে বলবে – দ্যাখো, অন্যায্য কাজ করে আখেরে লাভ হয় না। হায় রে বিচার!

ঈশপের গল্প (২১ – ২৫)

(২১)The Fox and the Lion

শিয়াল আর সিংহ-র গল্প

বনে ঘুরতে ঘুরতে এক শিয়াল হঠাৎ এক সিংহের মুখোমুখি এসে পড়ল। এর আগে সে কখনো সিংহ দেখেনি। ফলে সে ত ভয়েই মরে প্রায়! তার কিছুদিন বাদে আবার সেই সিংহের সাথে দেখা সেই শিয়ালের। এইবার-ও শিয়াল ভয়ে ভয়ে ছিল, তবে প্রথমবারের মত অতটা নয়। তিন নম্বর বার যখন দেখা হল, শিয়ালের আর ভয় ত করলইনা, সে বরং সিংহের কাছে এগিয়ে গিয়ে গল্প জুড়ে দিল।

প্রাচীন বচনঃ পরিচিতি বাড়লে পুরান সংস্কার কমে।

আমি বলিঃ চালাক শক্তিমান একেবারে শুরু থেকেই হামলা করার ইচ্ছে না দেখিয়ে আস্তে, আস্তে তার শিকার-এর সতর্কতা নষ্ট করে দ্যায়।

(২২)The Town Mouse and the Country Mouse

শহরের ইঁদুর আর গাঁয়ের ইঁদুর

এক গাঁয়ের ইঁদুর তার জিগরী দোস্ত শহরের ইঁদুরকে বাড়িতে ডেকেছিল নিজের এলাকা ঘুরিয়ে দেখাবে বলে। যখন তারা ফাঁকা ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর ঝোপের ধারে ধারে ফসলের ডাঁটি চিবোচ্ছিল বা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে শেকড়গুলো খাচ্ছিল, শহরের ইঁদুর তার বন্ধুকে বলল "পিঁপড়ের মত খুঁটে খেয়ে খেয়ে তোর জীবন কাটে আর, আমার ওখানে জিনিসের ছড়াছড়ি। যত রকমের খাবার ভাবতে পারিস, সব আছে আমার কাছে। একবার যদি আসতে পারতিস, দেখাতাম তোকে, আয়, আয়, চলে আয়, সেরার সেরা খাবার ভাগাভাগি করে খাব আমরা।" গাঁয়ের ইঁদুর সহজেই রাজী হয়ে গেল, বন্ধুর সাথে শহরে বন্ধুর বাড়িতে চলে এল। শহরের ইঁদুর বন্ধুর সামনে এনে হাজির করল রুটি, বার্লি, বীন, শুকনো ডুমুর, মধু,

কিসমিস, আর সবশেষে একটা ঝুড়ি থেকে, সেরার সেরা সুস্বাদু খাবার – এক টুকরো চীজ। এত রকমারী সব খাবার দেখে, গাঁয়ের ইঁদুর তো তাজ্জব! সমানে শহরের ইঁদুর-কে বাহবা জানাতে লাগল আর নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকল। সবে তারা খাওয়া শুরু করতে যাচ্ছে, ঘরের দরজা খুলে একটা লোক ভিতরে ঢুকে এল, আর দুই ইঁদুর এক দৌড়ে এক সরু গর্তে একজন আরেকজনের ঘাড়ের উপর চেপে কোনমতে নিজেদের লুকিয়ে রাখল। একটু বাদে ঠিক যখন আবার তারা খাওয়া শুরু করবে, কেউ একজন ঘরে এসে পড়ল কাবার্ড থেকে কিছু বার করে নেবে বলে। ইঁদুর দুটো আরো ভয় পেয়ে পড়ি-মরি করে লুকিয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ বাদে, গাঁয়ের ইঁদুর, তখনো তার বুক ধড়ফড় করছে, বন্ধুকে বলল, "যদিও আমার জন্য সেরার সেরা খাবারের মেলা বসিয়ে দিয়েছ তুমি, আমি সব খাবার তোমার একলার খাওয়ার জন্যই রেখে যাচ্ছি। আনন্দ করার জন্য আমার পক্ষে এই জায়গা বড়ই বিপজ্জনক। "

প্রাচীন বচনঃ বিপদ-আপদ-এ ঘেরা বিপুল ঐশ্বর্যের চেয়ে নিরাপদে একটু খুদ-কুঁড়ো খাওয়াও অনেক স্বস্তির। (সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।)

আমি বলিঃ মাথা উঁচু রেখে চলা যাদের অভ্যাস, লুকিয়ে-চুরিয়ে বাঁচা, যত কিছুই জুটুক, তাদের তাতে পোষায় না।

(২৩)The Monkey and the Dolphin

বাঁদর আর শুশুক-এর গল্প

এক নাবিক দূর সমুদ্র যাত্রায় যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে বাঁদরের খেলা দেখে একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একটা বাঁদরকে সাথে নিয়ে নিয়েছিল। গ্রীসের সমুদ্রতীরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীষণ ঝড়ে পরে তাদের জাহাজ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সেই নাবিক, তার বাঁদর আর জাহাজের সমস্ত লোকেরা যার যার প্রাণ বাঁচানোর জন্য ডাঙ্গার দিকে সাঁতরে চলল। একটি শুশুক, যে সব সময় মানুষকে সাহায্য করতে ভালবাসে, এদের

বাঁচাতে এগিয়ে এল। বাঁদরটাকে মানুষ ভেবে সেই শুশুক ঐ বাঁদর-এর নীচে চলে এসে তাকে পিঠে করে ডাঙ্গার দিকে সাঁতরে চলল। যখন তারা এথেন্স এর তীরের কাছাকাছি এসে গেছে, শুশুক তার পিঠের সওয়ারীর কাছে জানতে চাইল যে সে এথেন্স-এর লোক কি না। বাঁদর বলল যে, সে এথেন্স-এর লোক, শুধু তাই না, সে এথেন্স-এর সবচেয়ে মহান এক পরিবারে জন্মেছে।

শুশুক এবার তার কাছে জানতে চাইল সে পাইরিয়াস সম্পর্কে কিছু জানে কি না। পাইরিয়াস হচ্ছে এথেন্স-এর বিখ্যাত বন্দরের নাম। বাঁদর ভাবল পাইরিয়াস কোন লোকের নাম। নিজের একটু আগে বলা মিথ্যা কথাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে উত্তর দিল যে পাইরিয়াস-কে সে ভালমত চেনে, এমন কি, সেই লোক তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আর তাকে দেখে সে, কোন সন্দেহ নেই, খুব-ই খুশী হবে। বাঁদরের এই জালিয়াতি-তে সেই শুশুক সাংঘাতিক রেগে গিয়ে তাকে জলের নীচে চুবিয়ে মেরে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ একবার একটা মিথ্যা কথা বলা শুরু করলে সেটাকে ঢাকতে আর একটা, এইভাবে ক্রমাগত মিথ্যা বলে যেতে হয় আর তার ফলে, আজ হোক আর কাল হোক, একসময় বিপদ ঘনিয়ে আসে।

আমি বলিঃ অন্যের দয়ায় থেকে মিথ্যে বলেও বেশীদিন বাঁচা যায় না!

(২৪)The Game-cocks and the Partridge

লড়ুয়ে মোরগ আর বাতাই পাখীর গল্প

এক লোকের দুটো লড়ুয়ে-মোরগ ছিল। একদিন বাজারে একটা পোষা বাতাই পাখী বিক্রী হচ্ছিল। পাখীটা দেখে লোকটির এত ভাল লেগে গেল, সে ওটা কিনে বাড়ি নিয়ে এল। তার ইচ্ছে, মোরগ দুটোর সাথে থেকে এই পাখীটাও তৈরী হয়ে যায়। যেই মাত্র সে বাতাই-টাকে মোরগের খামারে ছেড়েছে, মোরগ দুটো ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল ওটার উপর। দুটোতে মিলে পাখীটাকে ভয়ানক দৌড় করালো। মনের দুঃখে মুষড়ে পড়ে পাখীটা

ভাবতে লাগল যে, সে নুতন এসেছে বলেই তার এমন দুর্দশা ঘটল। খানিকক্ষন না কাটতেই বাতাইটা দেখে মোরগ দুটো নিজেরাই তুমুল লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে। যতক্ষণ না একজন আরেকজনকে ভীষণ রকম পিটল, লড়াই চালিয়েই গেল তারা। সেই দেখে পাখীটা নিজের মনেই বলল, "এই লড়ুয়ে-মোরগ দুটো যখন নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া না করে থাকতে পারে না, তখন আমার সাথে কেন তারা লেগে পড়ল সেই নিয়ে ভেবে ভেবে হয়রান হওয়ার কোন অর্থ হয় না।"

প্রাচীন বচনঃ যারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে, নুতন লোকেদের পক্ষে তাদের এড়িয়ে চলাই মঙ্গল।

আমি বলিঃ যারা নিজেরা নিজেদের দেখতে পারে না, তারা অন্য লোকেদের-ও দেখতে পারবে না।

(২৫)The Boy and the Nettle

এক বাচ্চা ছেলে আর বিছুটি পাতার গল্প।

একটি বাচ্চা ছেলের হাতে নরম কিন্তু বিষাক্ত শুঁয়ো-ওয়ালা বিছুটি পাতা লেগে যায়। বাচ্চাটি তার মা'র কাছে ছুটে গিয়ে বলে, "এত ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি কিন্তু ওটা আলতো করে ছুঁয়েছিলাম।" "সেটাই তো ব্যাপার," মা তাকে বোঝায় তখন, "তার ফলেই তো রোঁয়াগুলো তোমার হাতে ঘষে ঘষে গেল আর সেগুলো থেকে হুল ফুটে গিয়ে এখন জ্বলে যাচ্ছে। আবার যদি কখনো বিছুটি পাতা ধরো, সাহস করে, ঠিক মত, শক্ত করে, না ঘষে ধরবে, ঐ রোঁয়াগুলো-ই তখন চুপটি করে নরম সিল্কের মত শুয়ে থাকবে, কোন ঝামেলা করবে না।"

(টীকাঃ ইংরেজীতে গাছটির নাম বলা হয়েছে Nettle, আন্তর্জালে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাংলা অনুবাদ-এ বিছুটি পাতার থেকে কাছাকাছি কিছু পাই নি। বিছুটি পাতা এইভাবে শক্ত করে ধরলে জ্বালা-চুলকানির কবলে পড়ার থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি না আমার জানা নেই।)

প্রাচীন বচনঃ যা-ই করো, আলগা, আলগা নয়, পুরো শক্তি লাগিয়ে করো।

আমি বলিঃ আগে ভাল করে জেনে নাও কী করতে যাচ্ছ, কি ভাবে করতে হবে, তার পর করো, জ্বালা পোহানোর সম্ভাবনা কম থাকবে।

— — —

২৪ নং গল্পটিতে ইংরেজী অনুবাদে পাখীটিকে বলা হয়েছে Partridge. তারেক অণুর পাখীর নাম সংক্রান্ত লেখার ফলে জেনেছি যে এই পাখীর বাংলা নাম বাতাই। অণুর লেখাটি বাদ দিয়ে এই গল্পটি এ ভাবে অনুবাদ করা সম্ভব হত না।

অণু-দাদা, আজকের পাতাটা তোমার-ও পাতা।

ঈশপের গল্প (২৬ – ৩০)

ঈশপের নীতিগল্পগুলি, যত দিন যাচ্ছে, জীবনের চলার পথে আরো বেশী করে অনুভব করছি। সম্প্রতি ইচ্ছে হ'ল সে'গুলি ফিরে পড়ার, ধরে রাখার – নিজের মত করে।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

[গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।
গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে]

(২৬)The Trumpeter taken Prisoner

বন্দী ভেঁপু-বাজিয়ে

এক ভেঁপু-বাজিয়ে বুক-চিতিয়ে, জোরদার ভেঁপু বাজাতে বাজাতে সেনাদল নিয়ে যাওয়ার সময় শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে গেল। ভেঁপু-বাজিয়ে কেঁদে কেটে প্রাণভিক্ষা চাইলঃ "আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আমাকে ছেড়ে না দেওয়ার কোন কারণ নেই, আমি কাউকে আঘাত করিনি। আপনার সৈন্যদের কাউকে খুন করিনি আমি। আমার কাছে কোন অস্ত্র নেই। থাকবার মধ্যে আছে শুধু এই পিতলের ভেঁপুটা।" "ঠিক এই কারণেই তো তোকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া দরকার," বলল তারা, "তুই নিজে যুদ্ধ না করলে কি হবে, তোর ঐ প্রবল ভেঁপুর বাজনাই তোদের সৈন্যদের যুদ্ধের উৎসাহ দিয়ে গেছে।"

প্রাচীন বচনঃ যে অশান্তি পাকায় আর যে অশান্তি পাকানোয় মদত দ্যায় দুজনেই সমান দোষী।

আমি বলিঃ কোন সংবাদ পত্রিকা, দূরদর্শন বা বেতার চ্যানেল, ব্লগ, গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তি, যে কেউ দাঙ্গায় প্ররোচনা দিলে দাঙ্গা-জনিত খুন বা ধ্বংসের দায়িত্ব দাঙ্গাকারীদের পাশাপাশি তাদের উপরেও বর্তায়।

সতর্কীকরণ ঃঃ মতামত মাত্রই খুন বা ধ্বংসের প্ররোচনা নয়। উপরে বলা দায়িত্ব সংক্রান্ত কথা কেবল মাত্র প্ররোচনা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

(২৭)The Fatal Marriage

বিয়ে করে প্রাণ গেল

এক ইঁদুর খুব ভাল কাজ করে বনের রাজা সিংহ-র মন জয় করে ফেলল। তবে, সিংহ হচ্ছেন রাজামশায়। মহৎ কাজে বনের অন্য কোন জন্তু তাকে ছাড়িয়ে যাবে এটা তিনি হতে দিতে পারেন না। তাই তিনি অত্যন্ত উদার হয়ে ইঁদুরকে বললেন তার যা মন চায় তাকে জানাতে, তিনি তা মঞ্জুর করে দেবেন। এই বিরাট আশ্বাস পেয়ে ইঁদুরের উচ্চাশা একেবারে আগুনের শিখার মত লকলক করে উঠল। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কতটা রাজামশাইয়ের পক্ষে দেওয়া সম্ভব, কতটা নয়, কোন বিচার-বিবেচনা রইলনা তার। সে দাবী করে বসল, মহারাজের মেয়ে তরুণী সিংহী রাজকুমারীর সাথে তার বিয়ে দিতে হবে। সিংহরাজ তার কথা রাখলেন, রাজকুমারীকে ইঁদুরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজকুমারী, সিংহের চলন তার, নিজের তালে হেঁটে যায়, এদিক-ওদিক ভাল করে তাকিয়ে না দেখে ইঁদুরের উপর তার ভারী পা দিল চাপিয়ে। আর কি, ইঁদুর চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে মরে গেল।

প্রাচীন বচনঃ বেমানান জোড় বাঁধা থেকে সাবধান। অতি উচ্চাশা নিয়ে জোট গড়া মানে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা।

আমি বলিঃ খুব বড়দের থেকে দূরে দূরে থাকতে না পারলে যে কোন সময় তাদের নীচে চাপা পড়ে মরতে হতে পারে।

(২৮)The Ass and the Charger

এক গাধা আর এক লড়াইয়ের ঘোড়া।

এক লড়াইয়ের ঘোড়া খুব যত্ন-আত্তিতে ছিল। এক গাধা তাই দেখে তাকে খুব করে বাহবা জানাল কারণ তার নিজের খুব অল্প-ই খাবার জুটত, আর সেটাও জুটত অনেক পরিশ্রম করে। কিন্তু একদিন সেখানে যুদ্ধ শুরু হতে সেই ঘোড়ার পিঠে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত সৈনিক সওয়ারী চাপিয়ে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে ঘোড়াটা এক সময় মারা পড়ল। সব দেখে শুনে গাধা তার মত পাল্টে ফেলে বলল, "ঐ লড়াইয়ের ঘোড়ার থেকে আমি কত ভাগ্যবান! আমি নিশ্চিন্তে বাড়ি আছি, আর ঐ লড়াইয়ের ঘোড়া যুদ্ধের ভয়াবহ সব যন্ত্রণা ভোগ করে মারা পড়েছে।"

প্রাচীন বচনঃ অন্যের ভাল অবস্থা দেখামাত্র তাকে হিংসা করার কোন অর্থ হয় না।

আমি বলিঃ বেশী, বেশী যত্ন-আত্তির সুখ বেশীদিনের জন্য নয়, বিপদ এল বলে। আর, যার আদর আহ্লাদ জোটে না, তার অতিরিক্ত কোন মাসুল গোণার-ও ভয় থাকে না।

(২৯)The Vain Jackdaw

এক ফালতু পাতিকাক-এর গল্প

লোকে বলে, দেবরাজ ইন্দ্র যখন ঠিক করে ফেললেন যে পাখীদের জন্য রাজ্য গড়ে দেবেন, তিনি ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে এক নির্দিষ্ট দিনে সব পাখীরা তাঁর সামনে এসে জড় হলে তিনি তাদের মধ্যে থেকে সবচাইতে যাকে সুন্দর দেখতে তাকেই পাখীদের রাজা বেছে নেবেন। এ কথা শুনে এক পাতিকাক, সে তো ভালমতই জানে কি কুচ্ছিৎ দেখতে তাকে, মাঠে-ঘাটে-বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে নানা পাখীদের গা থেকে খসা রকমারী সব পালক যোগাড় করে আনল। এরপর ঐ পালকগুলো নিজের সারা গায়ে গুঁজে নিয়ে খুব বাহার দিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আর সব পাখীদের সাথে দেবরাজের সামনে হাজির হয়ে গেল। পাতিকাক-এর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে দেবরাজ যেই

প্রস্তাব রেখেছেন যে তাকে রাজা হিসেবে বেছে নেওয়া হোক, পাতিকাকের জোচ্চুড়িতে সমস্ত পাখীরা ভীষণ রেগে গিয়ে বিস্তর চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। আর সেই সাথে, প্রত্যেক পাখী পাতিকাক-এর গা থেকে নিজের নিজের পালক খুবলে খুবলে বার করে নিল। পাতিকাক তখন আবার এক মামুলি পাতিকাক হয়ে গেল।

প্রাচীন বচনঃ ধার করা সাজ-সজ্জায় কাজ হাসিল করতে পারার আশা না করাই ভাল।

আমি বলিঃ সমাজের দায়িত্বশীলরা যখন ঠাট-বাটকে মান্যতার মাপকাঠি করে ফোঁপরা বাহারী মানুষকে মাথায় বসান, তার মোকাবিলা করতে করতে ভুক্তভোগীদের আর অশান্তির শেষ থাকে না, মাথায় চড়া লোকটার-ও দুদিনেই আসল রূপ বেড়িয়ে পরে, কাজের কাজ পুরোই পন্ড।

(৩০)The Milkmaid and her Pot of Milk

গোয়ালিনী আর তার মাথার দুধের বালতি

এক গোয়ালিনী মাথায় দুধের কলসী নিয়ে দুধ বেচতে চলেছে। চলতে চলতে মনটা তার খুশী খুশী হয়ে উঠেছে। "এই দুধ বেচে যা টাকা পাবো তাতে অন্তত তিনশ' ডিম কিনে ফেলা যাবে। সেই ডিম দিয়ে মুরগীর চাষ শুরু করলে কিছু নষ্ট হলেও কম করে আড়াইশো মুরগীর ছানা পাওয়া যাবে। মুরগীর দাম যখন সবচেয়ে চড়ে উঠবে, এই মুরগীগুলো তখন বেচার জন্য তৈরী হয়ে গেছে। বছর শেষে যা টাকা হাতে জমবে তা দিয়ে একটা নুতন পোষাক কিনে ফেলব। সেটা পরে যখন আমি ক্রিসমাস-এর উৎসবে হাজির হবো, সব ছেলেগুলো আমায় পেতে চাইবে। কিন্তু আমি রাজী হচ্ছি না, পরিস্কার মাথা নেড়ে সব্বাইকে না করে দেব।" ভাবতে ভাবতে তার মাথাটা ভাবনার তালে তালে নড়ে গেল। ফলে মাথা থেকে দুধের কলসী মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে শত টুকরো হল, আর সেই সাথে অমন চমৎকার পরিকল্পনাগুলোও এক মুহূর্তে সব শেষ।

প্রাচীন বচনঃ ডিম ফোটার আগেই মুরগীর ছানার হিসেব করতে নেই।

আমি বলিঃ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার সময় এখন কি করছি সেটা ভুললে চলে না।

ঈশপের গল্প (৩১ – ৩৫)

(৩১)The Playful Ass

এক নাচানাচি-করা গাধার গল্প

একদিন এক গাধাকে দেখা গেল খুব ফুর্তি হয়েছে তার। সোজা এক বাড়ির ছাদে গিয়ে চড়েছে। তারপর শুরু করে দিয়েছে প্রবল নাচানাচি। ছাদ ছিল টালির। নাচের চোটে গুচ্ছের টালি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। বাড়ির মালিক রেগে আগুন। তাড়াতাড়ি সে ছাদে উঠে গেল। তারপর লাঠি দিয়ে ভয়ানকভাবে পিটতে পিটতে গাধাটাকে নামিয়ে আনল। গাধাটা তখন বলে, "কি হল! কাল তো দেখলাম, বাঁদরটা ঠিক এই রকম-ই নাচানাচি করছিল। তখন তো আপনি প্রচুর হাসছিলেন। তাইতো আমার মনে হল যে ছাদের উপরে নাচানাচি করতে দেখলে আপনার খুব ভাল রকম মজা লাগবে!"

প্রাচীন বচনঃ যারা নিজেরা নিজেদের জায়গাটা বোঝে না তাদের জোর করেই বুঝিয়ে দিতে লাগে।

আমি বলিঃ আহাম্মক উচ্চাকাঙ্খীদের ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া ছাড়া শেষে আর কোন উপায় থাকে না।

(৩২)The Man and the Satyr

একজন লোক আর এক ছাগ-মানুষ-এর গল্প

একজন লোকের সাথে একবার এক ছাগ-মানুষের বন্ধুত্ব হয়েছিল। একদিন খুব শীত পড়েছে। দু'জনে মিলে গল্প করছে। শীতের চোটে লোকটি হাতদুটো বারে বারে মুখের কাছে এনে তাতে ফুঁ দিচ্ছে। ছাগ-মানুষ লোকটির কাছে জানতে চাইল কেন সে ঐরকম ফুঁ দিচ্ছে। লোকটি তাকে বলল যে এই করে সে তার হাত গরম করছে। আরো খানিক্ষণ সময় গেল। দু'জনে খেতে বসেছে। খাবার ভীষণ গরম। লোকটি খাবারের থালায় ফুঁ দিতে

থাকল। ছাগ-মানুষ এবারো ফুঁ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল যে সে ফুঁ দিয়ে খাবার ঠান্ডা করছে। ছাগ-মানুষ ক্ষেপে গিয়ে বলল, "আজ থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শেষ। যে লোক ফুঁ দিয়ে গরম করে আবার সেই ফুঁ দিয়েই ঠান্ডাও করে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।"

প্রাচীন বচনঃ যে লোক দু'দলের হয়েই কথা বলে তাকে বিশ্বাস করা যায় না।

আমি বলিঃ ছাগ-মানুষ (Satyr) রূপকথার চরিত্র হলেও ছাগুলে বুদ্ধির মানুষ অনেক আছে। তাদের নিজেদের বোধের অক্ষমতায় তারা সব গুলিয়ে ফেলে আর দোষ দ্যায় অন্যদের।

সতর্কীকরণঃ ছাগুলে বুদ্ধি বিশিষ্ট ও ছাগু সমার্থক নয়।

(৩৩)The Oak and the Reeds

ওক গাছ ও নলখাগড়া ঘাস

একদিন একটা বড় ওক গাছ ঝড়ে উপড়ে গেল। গাছটার পাশে জলের ধারে অনেক নলখাগড়া ঘাস হয়েছিল। ওক গাছটা সেই ঘাসেদের মাঝে গিয়ে পড়ল। পড়ার পর ওক-গাছটা ঘাসেদের বলল, "অবাক লাগে আমার। তোমরা এত হাল্কা, রোগা-পাতলা, অথচ এই প্রবল ঝড়ে তোমাদের প্রায় কিছুই হয় নি!" ঘাসেরা বলল, "তুমি হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছিলে। তাকে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলে। ফলে একসময় ভেঙ্গে গিয়ে মারা পড়লে। আমরা কিন্তু, একটু হাওয়া দিলেই আমাদের মাথা নুইয়ে দিই, ফলে আমাদের আর ভেঙ্গে পড়তে হয় না। "

প্রাচীন বচনঃ সবসময়ই জেতার চেষ্টা করাটা ঠিক নয়।

আমি বলিঃ প্রতিবাদের হাওয়া যখন প্রবল হয়, গোঁয়ার বিরোধীরা তখন উড়ে যায়। কিন্তু সমাজের আগাছা, চতুর ধান্দাবাজেরা এই সময় সব মেনে নেওয়ার ভান করে। আর, ধীরে ধীরে মাটির কাছাকাছি থেকে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

(৩৪)The Huntsman and the Fisherman

এক শিকারী আর এক জেলে

এক শিকারী তার কুকুর আর শিকার নিয়ে বন থেকে ফিরছিল। আর, এক জেলে ঘরে ফিরছিল মাছ ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে। হঠাৎ দু'জনের দেখা হয়ে গেল। দু'জনেরই মনে হল যার যার জিনিষ বদলে নিলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। শিকারী ঘরে ফিরল মাছ নিয়ে, জেলে নিয়ে এল বন থেকে আনা শিকার।

দু'জনেই মহা খুশী। এই বদলা-বদলী তাদের এত ভাল লেগে গেল যে রোজ-ই তারা এই রকমভাবে মাছ আর শিকার বদলে নিতে থাকল। এ'সব দেখে তাদের এক প্রতিবেশী তাদের বলল, "এত ঘন ঘন বদলা-বদলী করছ। বদলানোর মজাটা তোমরা তাড়াতাড়ি-ই নষ্ট করে ফেলবে। তখন আবার তোমরা যার যার জিনিষ-এই ফিরে যেতে চাইবে। "

প্রাচীন বচনঃ সংযম আনন্দ বাড়ায়।

আমি বলিঃ অল্প কিছু সম্ভাবনার মধ্যে বারে বারে বদলে বেশীদিন চলে না। একঘেয়েমী কাটাতে গেলে ক্রমাগত সম্ভাবনার সংখ্যাও বাড়িয়ে যেতে লাগে।

(৩৫)The Mother and the Wolf

বাচ্চার মা আর নেকড়ে

এক বাড়িতে এক মা তার বাচ্চার কান্না থামাতে চেষ্টা করছিল। এক নেকড়ে সেই সময় সেই এলাকায় খাবারের খোঁজে ঘোরাঘুরি করছিল। বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় নেকড়ে শুনতে পেল, বাচ্চার মা বলছে, "চুপ করো, নইলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেব আর নেকড়ে তোমায় ধরে খেয়ে ফেলবে।" নেকড়ে সেই শুনে সারা দিন দরজার বাইরে বসে রইল। সন্ধ্যাবেলায় সে শোনে বাচ্চার মা বলছে, "কেমন শান্ত হয়ে আছে আমার

সোনা। এখন নেকড়ে এলে, আমরা সেটাকে মেরে ফেলব।” নেকড়ে সেই শুনে ক্ষিধে আর শীতে হু-হু করে কাঁপতে কাঁপতে নিজের বাড়ি চলে গেল।

প্রাচীন বচনঃ রাগ করে কি বিশেষ না ভেবে কেউ কিছু বললে সেটাকেই বিশ্বাস করে বসার কোন অর্থ হয় না।

আমি বলিঃ রাগ করা কি ক্ষোভের কথা বলা মানেই মানেই ভোট-টা অন্য দলের দিকে চলে যাওয়া নয়।

ঈশপের গল্প (৩৬ – ৪০)

(৩৬)The Shepherd and the Wolf

রাখাল আর নেকড়ে

এক রাখাল একবার এক নেকড়ের বাচ্চা কুড়িয়ে পেল। বাচ্চাটাকে সে বড় করল। তারপর একসময় ওটাকে সে পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে ভেড়া চুরি করতে শেখাল। সময়ের সাথে সাথে নেকড়েটা এক ওস্তাদ চোর হয়ে উঠল। তখন সে একদিন রাখাল-কে ডেকে বলল – "আমাকে তো খুব করে চুরি করতে শিখিয়েছ। এবার আমার উপরে ভাল রকম নজর রাখতে ভুলো না। তা না হলে কোনদিন দেখবে তোমার নিজের ভেড়াই কমে গেছে।"

প্রাচীন বচনঃ কাউকে খারাপ কাজ করতে শেখালে সেই কুশিক্ষা একদিন নিজের উপরেই ফিরে আসতে পারে।

আমি বলিঃ শয়তানদের যারা কাজে লাগায় শয়তানদের হাতেই তারা একসময় লুট হয়। লোভী আমজনতা থেকে উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক – বারে বারে এই ফাঁদে আটকা পড়ে তবু আবারো একই কাজ করে!

(৩৭)The Dove and the Crow

ঘুঘু পাখি আর কাক

খাঁচায় বন্দী এক ঘুঘুপাখি খুব লম্বা-চওড়া কথা বলছিল। সব্বাইকে সে ডেকে ডেকে জানাচ্ছিল যে তার পরিবারের আয়তন বিশাল – অনেক বাচ্চা-কাচ্চা আছে তার। সে সব শুনে এক কাক তাকে বলল, "দোস্ত, এই সব খামখা বড় বড় কথা বলা এবারে বাদ দাও। পরিবার বড় হওয়া মানে খাঁচায় আটক-এর সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়া। আর তার মানে, তোমার দুঃখের পরিমাণ-ও বাড়ল ততটাই!"

প্রাচীন বচনঃ স্বাধীনতা না থাকলে আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

আমি বলিঃ স্বাধীন না থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে যাদের, নানা রকম প্রাপ্তির বড়াই-এর ঢাক পিটিয়ে তারা আসলে ক্রমাগত নিজেদের দৈন্য আর দুর্দশাকে আড়াল করার বিফল চেষ্টা করে চলে।

(৩৮)The Old Man and the Three Young Men

এক বৃদ্ধ আর তিন যুবক

এক বৃদ্ধ একদিন একটা চারাগাছ লাগাচ্ছিলেন। তিন যুবক সেই সময় সেখানে এসে পড়ে। তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিল, "এই বয়সে আপনি গাছ লাগাচ্ছেন! কি বোকামি, কি বোকামি! ! এই গাছে ফল ধরতে কে জানে কত বছর লেগে যাবে। কিন্তু, আপনার নিজের দিন তো আর বিশেষ বাকি নেই! নিজে চলে যাওয়ার বহু বছর বাদের লোকজনদের সাথে খুশী বাঁটবেন বলে এখনকার সময়টা নষ্ট করছেন আপনি। কোনো মানে হয় এর?" বৃদ্ধ কাজ থামিয়ে উত্তর দিলেন, "আমার আগে যাঁরা এই দুনিয়ায় এসেছিলেন তাঁরা আমার খুশীর ব্যবস্থা করে গেছেন। এখন আমার কাজ আমার পরে যারা আসবে তাদের খুশীর ব্যবস্থা করা। আর জীবনের কথা যদি বলো, কেউ কি নিশ্চিত করে জানে কখন কি ঘটে যাবে? হয়ত আমার আগেই তোমরা সবাই মারা যাবে, কে জানে!" বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছিল। তিন যুবকের একজন সমুদ্রযাত্রায় গিয়ে সাগরে ডুবে গেল। একজন যুদ্ধে গিয়ে গুলি খেয়ে মারা পড়ল। আর, তৃতীয় জন গাছ থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল।

প্রাচীন বচনঃ শুধুই নিজেদের কথা ভাবতে নেই। আর, মনে রাখা ভাল যে জীবন নিতান্তই অনিশ্চিত।

আমি বলিঃ ঈশপ লিখে গেছেন আমাদের জন্য, আমি লিখে রাখি পরবর্ত্তীদের জন্য। জানি জীবন অনিশ্চিত, কিন্তু আমার সময় যে প্রতিদিন

কমে যাচ্ছে, সেটা নিশ্চিত। তাই যা করতে চাই তার জন্য দেরী না করাই ভাল।

(৩৯)The Lion and the Fox

সিংহ আর শিয়াল

একবার এক শিয়াল এক সিংহের সাথে জুটি বাঁধল। ঠিক হল সিংহ যেমন যেমন বলবে, শিয়াল তেমন তেমন তার কথা অনুসারে চলবে। যার যার ক্ষমতা আর গুণ অনুসারে তারা নিজেদের কাজ ভাগ করে নিল। শিয়াল শিকার খুঁজে বার করে সিংহকে দেখিয়ে দিত। সিংহ তখন জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে শিকার করত। চলছিল ভালই। কিন্তু আস্তে আস্তে শিয়ালের হিংসে হতে থাকল। শিকারের বেশীটাই সিংহের পেটে যায়। শিয়াল একদিন জানিয়ে দিল যে সে আর সিংহের জন্য শিকার খুঁজে দিতে পারবে না। আর তার নিজের শিকার সে নিজেই যোগাড় করে নেবে। পরের দিন সেই শিয়াল বেড়া টপকে এক পাল ভেড়ার ভিতর থেকে একটা ভেড়াকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ভেড়ার পাহারায় থাকা শিকারী আর তার শিকারী কুকুরদের পাল্লায় পড়ে সে নিজেই তাদের শিকার বনে গেল।

প্রাচীন বচনঃ সফল হতে গেলে নিজের সীমার মধ্যে থাকতে হয়।

আমি বলিঃ উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া উচ্চাকাঙ্খা সফল করতে গেলে কাজ তো পন্ড হয়ই, অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে।

(৪০)The Horse and the Stag

ঘোড়া আর শিঙেল হরিণ

এক সময় এক ঘোড়া একটা গোটা মাঠ জুড়ে একাই চড়ে বেড়াত। একদিন এক শিঙ্গেল হরিণ ঘোড়াটার এলাকায় ঢুকে পড়ল আর তার খাবারে ভাগ বসাল। ঘোড়াটা ভাবল যে এর প্রতিশোধ নিতে হবে। সে একটা মানুষকে গিয়ে ধরল – যদি সেই মানুষ হরিণটাকে শাস্তি দেওয়ার কাজে ঘোড়াটাকে

সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয়। লোকটা বলল যে ঘোড়াটা মুখে লাগাম লাগিয়ে তাকে পিঠে তুলে নিলে সে হরিণটার দিকে ঠিকঠাক অস্ত্র চালাতে পারবে। ঘোড়াটা রাজী হল। লোকটাকে তার মুখে লাগাম লাগিয়ে পিঠে জিন চড়াতে দিল। আর তারপরই সে বুঝতে পারল, কিসের প্রতিশোধ, কিসের কি! সে এখন থেকে মানুষের সেবাদাস হয়ে গেছে।

প্রাচীন বচনঃ অন্যের ক্ষতি করতে গেলে সাধারণতঃ নিজেরই ক্ষতি হয়ে যায়।

আমি বলিঃ কি পাড়ায়, কি বিশ্ব-বাজারে প্রতিবেশীদের চাপে রাখতে গিয়ে পরিণতি হয় মাতব্বরদের সেবাদাস হয়ে যাওয়া।

[এক আগ্রহী শ্রোতা এই গল্পগুলোর আকঙ্খায় থাকে। আর আমি তাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। ঠিক হয় নি। প্রিয় প্রোফেসর হিজবিজবিজ, এই পাঁচটি গল্প অবশ্যই আপনার শ্রীমান-এর জন্য]

ঈশপের গল্প (৪১ – ৪৫)

ঈশপের নীতিগল্পগুলি, যত দিন যাচ্ছে, জীবনের চলার পথে আরো বেশী করে অনুভব করছি।

প্রিয় সচলায়তনে ধরে রাখি তাদের – নিজের মত করে।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

[গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।
গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে]

(৪১)The lion and the Dolphin

সিংহ আর তিমি

সমুদ্রের ধারে ধারে হাঁটছিল এক সিংহ। হাঁটতে হাঁটতে দেখে এক তিমি মাছ ঢেউ ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে জল থেকে বের হয়ে এল। সিংহ তখন ঐ তিমিকে ডেকে তার সাথে একটা চুক্তি করতে চাইল যে আজ থেকে তারা একজোট হয়ে কাজ করবে। বলল যে সে নিজে হচ্ছে ডাঙ্গার সব জন্তুদের রাজা, আর, জলের প্রাণীদের রাজা হল তিমি। তাই এই দুজনই একে অপরের সবচেয়ে বড় বন্ধু হওয়া উচিত। তিমি মহা খুশী হয়ে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কিছুদিন-এর মধ্যেই একদিন এক বুনো ষাঁড়-এর সাথে সেই সিংহের জোর লড়াই লেগে গেল। সিংহ তখন তিমিকে ডেকে তার সাহায্য চাইল। তিমির খুব ইচ্ছে ছিল সিংহকে সাহায্য করে। কিন্তু করবে কি করে! সে তো ডাঙ্গায় উঠতেই পারে না। সিংহ তার ফলে তিমিকে বেইমান বলে গালমন্দ করল। তিমি জবাব দিলঃ “না, না, দোস্ত, আমায় দোষ না

দিয়ে বরং এই প্রকৃতিকে দোষ দাও। সে আমায় জলের রাজা বানিয়েছে বটে, কিন্তু ডাঙ্গায় বাস করার ক্ষমতাটা দেয়নি! ”

প্রাচীন বচনঃ নিজের নিজের সাধ্যের মধ্যে থাকো।

আমি বলিঃ যার কাছ থেকে কোন প্রকৃত উপকার সম্ভব নয় তার সাথে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি অর্থহীন বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

টীকাঃ Dolphin-এর বাংলা শুশুক। কিন্তু এই গল্পে তিমি-ই বেশী মানাচ্ছে বিবেচনায় শুশুক-এর বদলে তিমি ব্যবহার করেছি।

(৪২)The mice in Council

ইঁদুরদের সভায়

অনেক ইঁদুর মিলে একবার একটা সভা ডাকল। সে সভায় জোর আলোচনা চলল তাদের চরম শত্রু বিড়ালকে নিয়ে। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল একটা উপায় বার করা যাতে আগে থাকতেই জানা যাবে কখন বিড়াল আসছে। অনেকে মিলে অনেক কথা হল। সবচেয়ে বেশী পছন্দের রায় – বিড়ালের গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দিতে হবে। তা হলেই সে যখন কাছাকাছি আসবে, তার চলার সাথে সাথে ঘন্টার টুং টাং আওয়াজটা পাওয়া যাবে। আর সেই আওয়াজ শুনে বিড়াল এসে পড়ার আগেই ইঁদুরেরা তাদের গর্তে পালিয়ে যেতে পারবে। মুস্কিল ঘটল যখন তারা ঠিক করতে বসল যে ঘন্টাটা বিড়ালের গলায় বাঁধবে কে। এই কাজটা করার জন্য শেষ পর্যন্ত আর কাউকেই পাওয়া গেল না।

প্রাচীন বচনঃ প্রস্তাব যারা দিয়েছে, তাদেরই কাজটা করার সুযোগ দিয়ে দেখো।

আমি বলিঃ বড় বড় কথা বলা যত সোজা সেই কথাগুলো কাজে করে দেখান ততটাই কঠিন। বলে অনেকেই, করবার বেলা আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

(৪৩)The Camel and the Arab

উট আর তার আরবী মালিক

এক আরবী উট-চালক উটের পিঠে মাল-পত্র চাপিয়েছে। এবার যাত্রা শুরু হবে। শুরু করার আগে সেই লোক তার উটের কাছে জানতে চাইল যে সে কোন দিকে গেলে উটটা বেশী খুশী হবে – পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে চড়তে না পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে। বেচারা উট! কি আর করে সে! সাধারণ যুক্তিতে মনে যে প্রশ্নটা এল সেটাই করে বসলঃ "এমন কথা জিজ্ঞেস করেন কেন আমায়? মরুভূমির ভিতর দিয়ে চড়াই-উতরাই-ছাড়া যাওয়ার যে পথটা ছিল, সেই পথটা কি এখন বন্ধ হয়ে গেছে?"

প্রাচীন বচনঃ (ঈশপ নিজে এই গল্পের আলাদা করে কোন নীতিকথা জানিয়েছেন বলে নিশ্চিত নই। একটি সম্ভাব্য নীতিকথা যা পেয়েছি, তা এই রকমঃ) যে প্রশ্নের উত্তর বোঝাই যাচ্ছে সেটা করার কোন অর্থ হয়না।

আমি বলিঃ সাধারণ মানুষদের কাছে কিছু পছন্দর মধ্যে বেছে নেওয়ার ডাক দেয়ার সময় অনেক তথাকথিত বিজ্ঞজনই ব্যাখ্যা করতে ভুলে যান যে কেন আরো স্বাভাবিক পছন্দগুলিকে হিসাবের বাইরে রাখা হল।

(৪৪)The Fighting Cocks and the Eagle

লড়াইবাজ মোরগেরা আর এক ঈগল

দুই লড়াইবাজ মোরগ ভয়ংকরভাবে একে অপরের সাথে আঁচড়ে-কামড়ে লড়ে যাচ্ছিল – তাদের লড়াইয়ের মাঠ-এর দখলদারী নিয়ে। একজন একসময় জিতল। হেরো মোরগ মাথা নীচু করে এক নির্জন কোণায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। বিজয়ী মোরগ উড়ে গিয়ে বসল এক উঁচু দেয়ালের উপর, ডানা ঝাপটাল কয়েকবার, তারপর গলা ছেড়ে কোঁকর-কোঁ করে ডেকে উঠল প্রবল বিজয়-উল্লাসে। আকাশে উড়তে থাকা এক ঈগলের নজর পড়ল তার উপর, আর ছোঁ মেরে নেমে এসে শিকার করে নিয়ে গেল তাকে

নিজের ডেরায়। হেরো মোরগ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল নিজের কোণা থেকে। এখন থেকে সে বিনা বাধায় তার রাজত্ব কায়েম করে নিল।

প্রাচীন বচনঃ অহংকার ধ্বংস ডেকে আনে।

আমি বলিঃ একটা লড়াই জেতাই সব নয়, ক্রমাগত সতর্ক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সেই জয়কে ধরে রাখতে লাগে।

(৪৫)The Boys and the Frogs

ছোট ছেলেরা আর কিছু ব্যাঙ

একদল ছেলে পুকুরের ধারে খেলা করছিল। পুকুরের জলে ভাসতে থাকা ব্যাঙগুলোর উপর চোখ পড়ল তাদের। ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই ব্যাঙগুলোকে ঘায়েল করার খেলায় মেতে উঠল তারা। বেশ কিছু ব্যাঙ মারা গেল তাদের হাতে। একসময় আর থাকতে না পেরে জলের উপর মাথা তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল এক ব্যাঙ, "ছেলেরা, একটু দয়া করো। তোমাদের কাছে যেটা খেলা, আমাদের কাছে সেটা মৃত্যু।"

প্রাচীন বচনঃ অনেক সময়ই আমরা যেটা খেলা খেলা করে করি অন্য কারো কাছে সেটা ভয়ানক বিপদ বয়ে আনে।

আমি বলিঃ ক্ষমতাশালীরা যখন বিবেচনাহীন হয় তখন তাদের যেমন-ইচ্ছে কাজ-এর ফলে সর্বনাশ হয়ে যায় নিরীহ অসহায় মানুষদের।

ঈশপের গল্প (৪৬ – ৫০)

প্রায় আড়াইশ' গল্পের পঞ্চাশতমটি থাকছে এবারের পঞ্চকে। সমকালীন সমাজের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক এই গল্পগুলি সেই কৌতুহল থেকে কয়েকমাস আগে এদের ফিরে পড়তে আর সেই সাথে আমার অনুভব-এ অনুবাদ করতে শুরু করি। যত দিন গেছে তত অবাক হয়ে গেছি দেখে যে একের পর এক গল্পগুলি কি প্রবলভাবে আমাদের সময়ের কথা বলছে। এই গল্পগুলিতে যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁরাও বিভিন্ন সময়ে একই অনুভব-এর কথা জানিয়েছেন। এবারের পঞ্চক-ও সে অনুভব থেকে বঞ্চিত করবে না।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৪৬)The Crab and his Mother

কাঁকড়া আর তার মা

এক মা-কাঁকড়া এক দিন তার ছেলেকে বলল, "হ্যাঁ রে, তুই সবসময় এই রকম পাশের দিকে সরে সরে হাঁটিস কেন? সোজা হাঁটলে কত সুবিধা পেতি জানিস?" বাচ্চা কাঁকড়া বলল, "ঠিক বলেছ মা, তুমি যদি আমায় একবার দেখিয়ে দাও কি করে সোঁজা হাঁটতে হয়, আমি কথা দিচ্ছি, আমিও তার পর থেকে সোজা হেঁটে যাব।" মা-কাঁকড়া অনেক রকম করে সোজা হাঁটার চেষ্টা করল, কোন লাভ হল না। ছেলের প্রতিবাদের পাল্টা জবাব দেবার আর সাধ্য হল না তার।

প্রাচীন বচনঃ নির্দেশ দেওয়ার বদলে বরং উদাহরন দিয়ে দেখান উচিৎ।

আমি বলিঃ নিজে সন্ত্রাস আর ধ্বংসের পথ না ছেড়ে অন্যকে শান্তির পথে চলার ডাক দিলে সে ডাকে বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে কি?

(৪৭)The Wolf and the Shepherd

নেকড়ে আর ভেড়ার রাখাল

এক নেকড়ে এক পাল ভেড়ার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াত। কিন্তু একটা ভেড়াকেও কোনদিন আক্রমণ করেনি। ভেড়াগুলোর রাখাল নেকড়েটাকে খুব নজরে নজরে রাখত, শত্রুকে যেমন রাখতে হয়। শেষে, দিনের পর দিন নেকড়েটা যখন কোন ভেড়াকেই এমন কি একটু ছুঁয়ে দেখারও চেষ্টা করল না, রাখালের মনে হতে লাগল নেকড়েটা তার ভেড়াগুলোকে পাহারাই দিচ্ছে। মনে হল এই নেকড়ের জন্যই তার ভেড়াদের কোন বিপদ ঘটছেনা। একদিন যখন তাকে একটা কাজে শহরে যেতে হল, সে নেকড়ের উপর-ই তার ভেড়ার পালের রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেল। এইবার সুযোগ পেয়ে নেকড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভেড়াগুলোর উপর আর সেগুলোর বেশীর ভাগকেই মেরে ফেলল। শহর থেকে ফিরে রাখাল দেখল তার ভেড়ার পাল প্রায় শেষ। সে কপাল চাপড়ে বলল, "ঠিক-ই হয়েছে। আমার কাজের উপযুক্ত ফল পেয়েছি। কি করে আমি একটা নেকড়েকে বিশ্বাস করে তার হাতে আমার ভেড়াদের রেখে যেতে পারলাম?"

প্রাচীন বচনঃ শয়তান মন তার শয়তানী কাজ করেই ছাড়বে – আজ হোক আর কাল।

আমি বলিঃ প্রশ্নহীন আনুগত্য আদায় করে সঙ্গীদের ভেড়ার পাল বানিয়ে তারপর মতলব-লুকিয়ে-বিশ্বস্ত-সেজে-থাকা খুনেদের হাতে তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব তুলে দিলে ঐ খুনেরাই সময় সুযোগমত দলকে গ্রাস করে নেয়, নেতৃত্বের তখন আর সেই বিপর্যয় আটকানোর সামর্থ্য থাকে না।

(৪৮)The Man and the Lion

একজন মানুষ ও একটি সিংহ

একটা সিংহ আর একজন লোক একসাথে বনের মধ্য দিয়ে গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে দুজনেই যার যার শক্তি আর ক্ষমতার কথা বলে নিজেকে অপরের থেকে বড় বলে দাবী করতে লাগল। তর্ক-বিতর্ক চলতে চলতে একসময় তারা পাথরে খোদাই করা একটা মূর্তির পাশে এসে হাজির হল। মূর্তিটাতে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ একটা সিংহকে গলা টিপে মেরে ফেলছে। এই দেখে তর্ক করা লোকটা ঐ মূর্তির দিকে আঙ্গুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "এই দেখো! দেখতে পাচ্ছ কত জোর আমাদের, এমনকি পশুদের রাজাকেও আমরা কি রকম হারিয়ে দিয়েছি!" সিংহটা তখন তাকে বলল, "মূর্তিটা ত বানিয়েছে তোমাদের মানুষদেরই কেউ। আমরা সিংহরা যদি জানতাম কি করে মূর্তি বানাতে হয়, তা হলে দেখতে ঐ মানুষটার জায়গা হয়েছে ঐ সিংহটার থাবার নীচে। "

প্রাচীন বচনঃ গল্পে নিজেকে ততক্ষণই মহান রাখা যায় যতক্ষণ না অন্য কেউ সে গল্পটা বলে।

আমি বলিঃ যে জয়ের কথা লিখে রাখা হয়না সে জয় হারিয়ে যায়।

(৪৯)The Ox and the Frog

এক ষাঁড় ও এক ব্যাঙ

এক ষাঁড়, এক পুকুরের ধারে জল খেতে খেতে পায়ের নীচে কিছু বাচ্ছা ব্যাঙকে চাপা দিয়ে চলে গেল। একটা ব্যাঙ থেঁতলে গিয়ে মরে গেল। একটু পরে ব্যাঙগুলোর মা এসে তাদের কাছে জানতে চাইল কি করে ঐ ব্যাঙটার অমন দশা হল। ব্যাঙরা বলল, "মা গো মা, একটু আগেই এখান দিয়ে একটা ইয়াব্বড় জন্তু চলে গেছে। বিশাল বিশাল চারটে পা তার। ঐ রকম একটা পায়ের ভীষণ শক্ত খুরের নীচে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়ে এ বেচারী মারা গেছে।" মা-ব্যাঙ তখন পেট-ভর্তি হাওয়া টেনে নিয়ে নিজেকে ভাল করে ফুলিয়ে বলল, "কত বড় সে জন্তুটা, এত বড়?" তাই দেখে তার এক ছেলে তাকে বলল, "মা, ওরকম হাওয়া-ভরা হয়ে ফুলে ওঠার কোন দরকার নেই।

যা বলছি শোনো, রাগ কোরো না। এই রকম হাওয়া টেনে ফুলতে থাকলে, আমার কোন সন্দেহ নেই যে ঐ দানবের মত জন্তুটার সমান হওয়ার বদলে খুব তাড়াতাড়ি-ই তুমি পেট ফেটে মারা পড়বে। ”

প্রাচীন বচনঃ যা অসম্ভব তা পাওয়ার আশা করার কোন অর্থ হয়না, তার জন্য চেষ্টা করার ও তাই কোন সার্থকতা নেই।

আমি বলিঃ যে সব নিজের ঢাক পেটান লোকেরা নিজেদের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মহান করে দেখাতে থাকে তারা বোঝে না যে ঐ করতে গিয়ে তারা মহান ত হয়ই না বরং একসময় নিজেদের আরো খেলো করে ফেলে।

(৫০)The Birds, the Beasts, and the Bat

পাখীরা, জন্তুরা এবং বাদুর

কোন এক সময় পাখীদের সাথে জন্তুদের জোর লড়াই চলছিল। একবার পাখীরা জিতছিল, একবার জন্তুরা। এক বাদুড়, যুদ্ধের ফল ঠিক কি হতে চলেছে বুঝতে না পারায় যখন যেদিকটা বেশী শক্তিশালী মনে হচ্ছিল সেই দিকে হাজির থাকছিল। এক সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে শান্তি এল। এদিকে যুদ্ধের সময় বাদুর-এর ছল-চাতুরি সবার-ই নজরে পড়েছিল। এবার সবাই মিলে তাকে শাস্তি দিল। দিনের আলোয় তার ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ হয়ে গেল। সেই থেকে বাদুড় সারাদিন কোন অন্ধকার কোণায় গিয়ে লুকিয়ে থাকে আর রাতের আকাশে উড়ে বেড়ায় একেবারে একা একা।

প্রাচীন বচনঃ ছল-চাতুরি করে সব দিক রাখতে গেলে শেষ পর্যন্ত কোথাও কারও সাথে আর জায়গা মেলে না।

আমি বলিঃ আন্দোলনের পর আন্দোলনে যারা ক্রমাগত অবস্থান বদল করে, একটা সময় সমাজে কারো কাছে তাদের আর কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

ঈশপের গল্প (৫১ – ৫৫)

সমকালীন সমাজের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক এই গল্পগুলি সেই কৌতুহল থেকে কয়েকমাস আগে এদের ফিরে পড়তে আর সেই সাথে আমার অনুভব-এ অনুবাদ করতে শুরু করি। যত দিন গেছে তত অবাক হয়ে গেছি দেখে যে একের পর এক গল্পগুলি কি প্রবলভাবে আমাদের সময়ের কথা বলছে। এই গল্পগুলিতে যাঁরা মন্তব্য করেছেন তাঁরাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্পে একই অনুভব-এর কথা জানিয়েছেন। আসুন, দেখা যাক এবারের পঞ্চক-এ কি পাওয়া গেল।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৫১)The Charcoal-Burner and the Fuller

এক কয়লা-বানিয়ে আর এক ঊল পরিস্কার করা লোক

কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানালে তাকে বলে কাঠ-কয়লা। একটি লোক কাঠ-কয়লার ব্যবাসা করত। নিজের বাড়িতেই সে কাঠ-কয়লা বানিয়ে নিত। আর একটি লোক ছিল যে ঊল-এর জামা-কাপড় বানানোর জন্য ঊল পরিস্কার করার কাজ করত। সেও নিজের বাড়িতেই থেকেই ঊল কাচাকাচি করত।

কাঠ-কয়লা বানানোর লোকটির সাথে একদিন ঊল-কাচিয়ে লোকটির পরিচয় ঘটল। এ-কথা সে-কথার পর কাঠ-কয়লা বানানো লোকটি তার নুতন বন্ধুকে তার নিজের বাড়িতে উঠে আসার প্রস্তাব দিল। বলল এতে

দু’জনের-ই অনেক খরচ বেঁচে যাবে, দু’জনের-ই কত সুবিধা হবে। ঊল-কাচিয়ে বলল, “অসম্ভব, আমার পক্ষে সেটা মোটেও সুবিধার হবে না। আমি যা কেচে-কুচে সাফ করব তোমার কাঠ-কয়লার গুঁড়োয় তা সাথে সাথে কালো হয়ে যাবে।”

প্রাচীন বচনঃ এক রকমদের-ই এক সাথে থাকা চলে।

আমি বলিঃ যাদের সঙ্গে জুটিয়ে নিলেন তারা যদি খারাপ হয়, আপনি নিজে যতই ভাল হওয়ার চেষ্টা করুন, সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়ে যেতে একটুও দেরী হবে না।

(৫২)The Bull and the Goat

ষাঁড় আর ছাগলের গল্প

এক বার এক ষাঁড় একটা সিংহের তাড়া খেয়ে পালাতে পালাতে একটা গুহায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। ঐ গুহায় এর আগে একদল ছাগলচরিয়ে লোক থাকত। কয়েকদিন আগে তারা গুহা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় একটা ছাগল ঐ গুহায় রয়ে গিয়েছিল। ষাঁড়টাকে গুহার মধ্যে দেখে সেই ছাগলটা শিং বাগিয়ে তেড়ে এল। ষাঁড়-এর শিং-এ শিং আটকে ষাঁড়টাকে সে ঠেসে ধরল। বাইরে সিংহটা তখন-ও পায়চারী করছে। ফলে ঐ ষাঁড় তখনকার মত হার মেনে নিল। তারপর ছাগলটাকে বলল, “লড়ে নে যত পারিস। তা’ বলে ভাবিসনা যে তোকে আমি একটুও ভয় পেয়েছি। আমার ভয় ঐ সিংহটাকে। একবার ওটা এখান থেকে চলে যাক, দেখ তারপর কি দশা আমি করি তোর, তখন বুঝবি তুই কার জোর কতটা।”

প্রাচীন বচনঃ অন্যের দুর্দশার সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত নোংরা কাজ।

আমি বলিঃ বড় বিপদ সামলানোর সময় ধৈর্য্য ধরে রাখতেই লাগে। সেই সময় যে সব ছোট ছোট শত্রুরা সুযোগ নেয়, বড় বিপদ কেটে গেলে পর তাদের জন্য ব্যবস্থা নিতে আর বড় অসুবিধা হয় না।

(৫৩)The Lion and the Mouse

সিংহ আর ইঁদুরের গল্প

একদিন একটা ইঁদুর এক ঘুমন্ত সিংহের মুখের উপর দিয়ে ছুটে গেল। সিংহের ঘুম গেল ভেঙ্গে আর ভীষণ রাগে সে খপ করে ইঁদুরটাকে ধরে ফেলল। মুঠোর মধ্যে সে এবার ইঁদুরটাকে পিষে মেরে ফেলবে। ইঁদুরটা তখন খুব করুণ স্বরে তাকে মিনতি জানাল, "দয়া করে আমার প্রাণ বাঁচান, আমায় ছেড়ে দিন। কোন একদিন আমি ঠিক আপনার এই দয়ার প্রতিদান দেব।" সিংহ হেসে উঠে তাকে ছেড়ে দিল। এর কয়েকদিন বাদেই সেই সিংহ একদল শিকারীর হাতে ধরা পড়ল। শিকারীরা শক্ত দড়ি দিয়ে মাটিতে গাঁথা খুঁটির সাথে সিংহকে বেঁধে রেখে দিল। তার গর্জন শুনে তাকে চিনতে পারে সেই ইঁদুর তখন সিংহের কাছে এসে হাজির হল। কুটকুট করে তার ধারাল দাঁত দিয়ে সেই ইঁদুর সিংহের দড়ি কেটে তাকে মুক্ত করে দিল। তারপর তাকে বলল, "সেদিন আপনাকে আমার সাহায্য করতে পারার কথায় আপনি আমায় উপহাস করেছিলেন। আপনি ভাবতেই পারেননি যে আমি কোনদিন আপনার দয়ার প্রতিদান দিতে পারব। এখন দেখলেন তো, তেমন তেমন সময়ে এমনকি একটা ইঁদুর ও এক সিংহের উপকারে আসতে পারে।"

প্রাচীন বচনঃ ভাল কাজ করার জন্য কেউই তুচ্ছ নয়।

আমি বলিঃ কার কাছ থেকে কখন কোন উপকার আসবে কেউ জানে না। তাই বুদ্ধিমান লোকেরা ছোট-বড় কাউকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখায় না।

(৫৪)The Horse and the Ass

ঘোড়া আর গাধা

রাজপথ ধরে চলেছিল এক ঘোড়া। নিজের সুন্দর নকশাদার রেকাব, জিন, লাগাম এসব নিয়ে তার বিরাট গর্ব। চলতে চলতে সামনে পড়ল এক গাধা, পিঠে তার অনেক বোঝা। ভারের চাপে গাধা চলেছে আস্তে, আস্তে। অহংকারে মটমট করা ঘোড়া তাকে বলল, "আমার খুরের এক লাথি মেরে

কেন যে তোকে এখনো সরিয়ে দিচ্ছি না, জানি না।" গাধা শান্তভাবে চুপ করে রইল। শুধু মনে মনে ভগবানের কাছে উপযুক্ত বিচারের জন্য প্রার্থনা জানাল। বেশীদিন যায়নি তার পর যেদিন শ্বাসকষ্টের রোগ ধরা পড়ায় ঐ ঘোড়াকে তার মালিক গ্রামের খামারবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সেখানে তার কাজ জুটল ময়লা ফেলার গাড়ি টানা। ঐ অবস্থায় একদিন আবার তার সাথে সেই গাধার দেখা। গাধা তখন তাকে টিপ্পনী কেটে বলল, "কি হে অহংকারী, কোথায় গেল তোমার ঐ সব কারুকাজ করা সাজ-সজ্জা! যা নিয়ে অত নাক সিঁটকয়েছিলে এখন নিজেই তো দেখছি সেই অবস্থায় নেমে এসেছ!"

প্রাচীন বচনঃ যে জিনিস নিজের অধিকারে নেই তা নিয়ে অহংকার করা বোকামী।

আমি বলিঃ মিডিয়ার ফুল-চন্দন পেয়ে ফুলতে থাকা বোকারা খেয়াল রাখে না যে এ সব জাঁকের সাজ-সজ্জা মিডিয়ার মর্জিতে জুটেছে। একটা সময় মিডিয়ার-ই মর্জি মাফিক ঐ মিডিয়ার ময়লা বোঝাই গাড়ি টানতে টানতেই দিন কাটে তাদের।

(৫৫)The Old Hound

বুড়ো শিকারী কুকুর

এক শিকারী কুকুর তার যৌবনকালে খুব শক্তিশালী ছিল। কোনদিন বনের কোন জানোয়ারের কাছে সে হার মানে নি। পরে যখন সে বুড়ো হয়ে গেছে, একদিন শিকারের সময় সে একটা শূয়োরের পিছু ধাওয়া করল। ছুটতে ছুটতে শূয়োরটা যখন নাগালের মধ্যে এসে গেল, কুকুরটা ভীষণ সাহসের সঙ্গে তার একটা কান কামড়ে ধরল। কিন্তু এতদিনে তার দাঁত ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে, কামড়ের আর সেই জোর নেই। শূয়োরটা পালিয়ে গেল। কুকুরের মালিক দৌড়ে এসে দেখে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। ভীষন বিরক্ত হল সে। যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করল তার কুকুরকে। কুকুরটা তখন তার

মালিকের দিকে মাথা উঁচু করে তাকাল, তারপর বলল, ‘‘আমার কোন দোষ ছিল না মালিক। আমার ইচ্ছা বা চেষ্টা কোনটার-ই কোন কমতি করিনি আমি। কিন্তু আমার শরীরের ক্ষমতার উপর আমার কোন হাত নেই। আজকে আমি কি করে উঠতে পারিনি তার জন্য আপনি আমায় দোষ দিচ্ছেন। অথচ, এতদিন ধরে যা করে এসেছি সেটা মনে রেখে আমাকে আপনার প্রশংসাই করার কথা ছিল।’’

প্রাচীন বচনঃ শারীরিক অক্ষমতার কারণে কাউকে দোষ দেওয়া উচিত নয়।

আমি বলিঃ আগে সে কত কাজ করেছে সেটা মনে রাখে কাজটা যে করেছে সে নিজে। কাজের ফল যে ভোগ করে সে ঐ লোকের প্রাপ্য ঠিক করে এখন তার কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে সেই হিসাবের উপর।

ঈশপের গল্প (৫৬ – ৬০)

(৫৬)The Crow and the Pitcher

এক কাক ও জলের কলসী

একটা কাকের একদিন খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন আর থাকতে পারছেনা। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একটা জলের কলসী নজরে আসায় সেটার কাছে উড়ে চলে এল। এসে দেখে কলসীতে জল এত নীচে রয়েছে যে সেটা তার নাগালের বাইরে। খুব দুঃখ হল তার। নানা ভাবে নানারকম চেষ্টা করল সে জলের মধ্যে ঠোঁট নিয়ে যেতে, কিছুতেই কিছু হল না। তখন সে একটা উপায় আবিষ্কার করল। এদিক ওদিক যেখান থেকে যত পারে নুড়ি পাথর কুড়িয়ে আনল। তার পর একটা একটা করে সেই নুড়ি পাথরগুলো কলসীর মধ্যে ফেলতে লাগল। একটু একটু করে জলের তল উপরে উঠতে থাকল। একসময় চলে এল তার নাগালের মধ্যে। এইবার জল খেয়ে প্রাণ রক্ষা হল তার।

প্রাচীন বচনঃ প্রয়োজন-ই আবিষ্কারের কারণ।

আমি বলিঃ প্রয়োজন বোধ করলে উপায় বের হতে পারে। সাফল্য আসে তাদেরই যারা সেই উপায়টাকে নিয়ে ধৈর্য্য ধরে এগিয়ে যেতে পারে।

(৫৭)The Ass Eating Thistles

কাঁটাঝোপ চিবোনো গাধার গল্প

সেবার ভাল ফসল হয়েছে। এক গাধা চলেছে ক্ষেতের দিকে। পিঠে নিয়ে চলেছে নানা রকমের খাবারের বোঝা। গাধার মালিক চাষী আর তার ক্ষেতমজুরদের জন্য। যেতে যেতে রাস্তার একপাশে কিছু কাঁটাঝোপ দেখে গাধা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মনের সুখে ঐ কাঁটাগাছগুলো চিবোতে চিবোতে ভাবতে থাকলঃ “কত রকমের খাদ্য বয়ে নিয়ে চলেছি আমি। ভোজনরসিক লোকগুলো ঐ সব খাবার খেয়ে কি আহ্লাদ-ই না

করতে থাকবে! কিন্তু আমায় দেখো! এই তেতো কাঁটা গাছের ঝাড়-ই আমার কাছে স্বাদে-গন্ধে সবদিক থেকে পরম তৃপ্তিদায়ক! বিশ্বের সবচেয়ে জমকালো আর দামী খাবারের থেকেও সুস্বাদু। যার যা খেতে মন চায় খাক, আমার সবচেয়ে পছন্দের খাবার এই রকম রসে টসটসে কাঁটাগাছ। এই পেলে আমার আর কিছু চাই না।"

প্রাচীন বচনঃ যার যা রুচি। এক-এর কাছে যা বিষ, অন্যের কাছে তা অমৃত। একজন যা ফেলে দেয়, আরেকজন তা মাথায় তুলে নেয়।

আমি বলিঃ যত ভাল খাবারই সামনে ধর, গাধারা কাঁটাঝোপ চিবোতেই পছন্দ করবে। যত যুক্তির সমাহারই সাজিয়ে দাও, জেগে-ঘুমানো মূর্খরা অবাস্তব গাল-গল্প বিশ্বাস করতেই বসে থাকবে।

(৫৮)The Wolf and the Lion

নেকড়ে ও সিংহের গল্প

একটা নেকড়ে একদিন একটা ভেড়া চুরি করে নিজের ডেরায় নিয়ে যাচ্ছিল। পথে এক সিংহ তার কাছে থেকে ভেড়াটা কেড়ে নেয়। নেকড়ে তখন একটু তফাতে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলঃ "আপনি অন্যায্যভাবে আমার কাছ থেকে আমার জিনিষ কেড়ে নিলেন।" সিংহ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করে বললঃ "আচ্ছা, ভেড়াটা তোর নিজের কাছে থাকাটা খুব ন্যায়সম্মত হত বলছিস? কোন বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলি বুঝি ওটা? না কি কিনেছিলি কোথাও থেকে? এই দু'ভাবের কোনটাতেই যদি না পেয়ে থাকিস, তা হলে ওটা তোর হয় কোন হিসাবে?"

প্রাচীন বচনঃ এক চোর আরেক চোর-এর থেকে কোন অংশে ভাল নয়।

আমি বলিঃ প্রথমে দেশীয় দাদারা লুট করে; তাদের থেকে আবার বিশ্ব-দাদারা ডাকাতি করে। উভয়েই যার যার সংগ্রহকে নিজের নিজের হকের পাওনা বলে গণ্য করে।

(৫৯)The King's Son and the Painted Lion

এক রাজপুত্র আর এক সিংহের ছবি

এক রাজার ছিল একটি মাত্র ছেলে। রাজপুত্র শিকারে যেতে খুব ভালবাসত। রাজা একদিন স্বপ্ন দেখলেন, কেউ তাকে সাবধান করে দিচ্ছে যে রাজপুত্র একটা সিংহের হাতে মারা যাবে। রাজার মনে ভয় ধরে গেল – স্বপ্ন যদি সত্যি হয়ে যায়! রাজা তখন ছেলের জন্য একটা প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। এখন থেকে রাজপুত্র এই প্রাসাদের মধ্যেই থাকবে, বনে জঙ্গলে আর যাবে না। আর, জন্তু-জানোয়াররাও এই প্রাসাদের মধ্যে আসতে পারবে না। রাজপুত্রের যাতে মন ভাল থাকে তাই ঐ প্রাসাদের দেয়ালগুলো নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল। সব প্রমাণ আকারের, একেবারে জীবন্ত দেখতে। ঐ ছবিগুলোর মধ্যে একটা সিংহের ছবিও ছিল। রাজপুত্র যখন সেই ছবিটা দেখল, নিজের বন্দীদশার দুঃখ তার মনের মধ্যে একেবারে উথলে উঠল। সিংহটাকে বলল সে, "সমস্ত জন্তুদের মধ্যে তুই হচ্ছিস সবার চেয়ে নচ্ছাড়। ঘুমের মধ্যে দেখা আমার বাবার একটা মিথ্যে স্বপ্নের ভিতর ঢুকে এলি তুই। আর তার ফলে, চার দেয়ালের ঘেরাটোপে বন্দী থাকা কোন মেয়ের মত, আমি এই প্রাসাদের মধ্যে আটকা পড়ে গেলাম। বল, কি শাস্তি এখন দেব আমি তোকে?" এই বলে সে একটা কাঁটা-গাছের ডাল ভেঙ্গে নিতে গেল – ওটা থেকে একটা বেত বানিয়ে তাই দিয়ে আচ্ছা করে এই ছবির সিংহটাকে পিটবে সে। ভাঙ্গতে গিয়ে ডালটা থেকে পট করে একটা কাঁটা ফুটে গেল তার আঙ্গুলে। কাঁটা ফোটার জায়গাটা ফুলে উঠল, এমন ব্যথা হল সেখানে যে রাজপুত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ভয়ংকর জ্বর এল তারপর। সেই জ্বর আর সারল না। কয়েকদিনের মধ্যে ঐ জ্বরের ঘোরেই মারা গেল সেই রাজপুত্র।

প্রাচীন বচনঃ সাহস করে বিপদের মোকাবিলা না করে তার থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে পার পাওয়া যায়না।

আমি বলিঃ কেবল মিডিয়ায় বাগাড়ম্বর করে গেলে সমস্যার সমাধান হয়না। ক্রমাগত জনবিচ্ছিন্ন হতে হতে একসময় কাগুজে অস্তিত্বের বাইরে

আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

(৬০)The Trees and the Axe

গাছ ও কুড়ালের গল্প

একটা লোক একদিন জঙ্গলে গিয়ে গাছেদের কাছে প্রার্থনা জানাল তাকে যেন কেউ একটা হাতল দেয় তার কুড়াল-এ লাগানোর জন্য। গাছেরা রাজী হল। সবাই মিলে একটা ছোট জিওল-গাছকে দান করে দিল লোকটাকে। সেই লোক তখন ঐ জিওল গাছটাকে উপড়ে নিয়ে তার থেকে একটা হাতল বানিয়ে তার কুড়াল-এ লাগিয়ে নিল। আর, তারপর-ই ঝপাঝপ কুড়াল চালিয়ে একটার পর একটা পুরান বড় বড় গাছ কেটে নামিয়ে নিতে লাগল। এক বুড়ো শাল গাছ এই ভাবে নিজের জনদের ধ্বংস হতে দেখে বিলাপ করে পাশের গাছটিকে বলল, "প্রথম কাজটাতেই আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমরা যদি তখন জীওল গাছটার বাঁচার অধিকার ছেড়ে না দিতাম তা হলে আজ নিজেদের বাঁচার অধিকারও হয়ত রক্ষা করতে পারতাম। আর তখন হয়ত, আর ও বহুকাল এখানে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম।"

প্রাচীন বচনঃ অন্যের অধিকার লুট হয়ে যেতে দিলে নিজের অধিকার হারিয়ে যাওয়ার ও বিপদ ঘনিয়ে আসে।

আমি বলিঃ সংখ্যালঘুর উৎখাত হওয়া যদি আজ বন্ধ না করা যায় তবে কাল ঐ সংখ্যালঘুর উৎখাতকারীদের হাতেই সংখ্যাগুরুর নিরাপত্তাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঈশপের গল্প (৬১ – ৬৫)

এবারে কোন কোন গল্পে ইশপের আয়নায় ধরা পড়েছে এই হতভাগা অনুবাদকের নিজের ছবি। বাকিগুলিতে অন্যান্য বারের মতন-ই চিরকাল এবং সমকাল।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৬১)The Seaside Travelers

সাগরতীরের পর্যটক

সমুদ্রের ধার ধরে ঘুরতে ঘুরতে কিছু পর্যটক একটা উঁচু টিলা দেখতে পেয়ে তার চূড়ায় উঠে গেল। সেই চূড়া থেকে তাকিয়ে তাদের মনে হল অনেক দূরে একটা বড় জাহাজ দেখা যাচ্ছে। খুব আশা নিয়ে তারা অপেক্ষা করতে রইল কখন সেই জাহাজ নীচের বন্দরে এসে ভিড়বে। কিন্তু হাওয়ায় ভেসে সেই দূরের জিনিস যখন কিছুটা কাছে এল তারা বুঝতে পারল যে এ বড় জোর একটা ছোট নৌকা হতে পারে, কোন বড় জাহাজ কোন ভাবেই নয়। শেষ পর্যন্ত সেই বস্তু যখন তীরে এসে লাগল তখন দেখা গেল কোথায় কি, অনেক ভাঙ্গা ডালপালা একসাথে জড়ো করে বাঁধা এক বড়সড় বোঝা, এই মাত্র। হতাশ হয়ে একজন তখন তার সঙ্গীদের বলল, "শুধু শুধুই এতক্ষণ অপেক্ষা করে জুটল কি – এক গুচ্ছ কাঠির আঁটি।"

প্রাচীন বচনঃ জীবনের অনেক আশাই সম্ভাব্যতার বিচারে অবাস্তব কল্পনার বেশী কিছু আর হয়ে উঠতে পারে না।

আমি বলিঃ ছোটাছুটি করে কম্পিউটার-এর সামনে বসে পড়ে ভাবি এইবার একটা দুরন্ত লেখা নামিয়ে ফেলব! নামে (এক বান্ডিল কাঠির আঁটি) দু-তিনটে ছেঁড়াখোঁড়া লাইন!

(৬২)The Sea-gull and the Kite

সমুদ্রচিল আর ডাঙ্গার চিল

এক ছিল সমুদ্রচিল। ডাঙ্গায় হাঁটার থেকে সমুদ্রে সাঁতার কাটাই তার কাছে অনেক সহজ লাগত। সাঁতার কাটতে কাটতে জল থেকে তাজা মাছ ধরে খেত সে। একদিন একটা খুব বড় মাছ গিলতে গিয়ে গলায় আটকে মারা পড়ল বেচারি। সমুদ্রের তীরে ভেসে এল তার শরীর। একটা চিল আকাশে উড়তে উড়তে দেখছিল তাকে। তার হিসাব মত এ-ও যা সে নিজে অর্থাৎ একটা ডাঙ্গার চিল-ও তাই। আর সেই হিসেব থেকেই সে সিদ্ধান্তে এল, "ঠিক-ই আছে; একটা পাখীর কাজ বাতাসে ভাসা। সে যদি এখন জলের থেকে খাবার জোগাড়ের চেষ্টা করে তবে ত তার এই দশাই ঘটা উচিত।"

প্রাচীন বচনঃ নিজে যতটুকু বোঝা যায় ততটুকু পর্যন্তই হিসাব করা ভাল।

আমি বলিঃ ধান্দাবাজের মাপকাঠিতে দেশপ্রেম, যুদ্ধাপরাধীর বিচার চেয়ে লড়ে যাওয়া এ সমস্ত নিতান্তই বেকুবী কাজ আর, বেকুবদের ত মারা পড়াই উচিত!

(৬৩)The Monkey and the Camel

বানর আর উট-এর গল্প

জঙ্গলে পশুদের জোর আমোদ-আহ্লাদ চলছিল। এক বানর একসময় উঠে এসে চমৎকার এক নাচ দেখিয়ে দিল। দর্শক-শ্রোতারা ত মহা খুশী। তাদের তুমুল হাততালির মধ্যে বানর ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল। বানরের এত প্রশংসা দেখে এক উটের খুব হিংসে হল। তার ইচ্ছে হল সবাই এবার বানরকে ছেড়ে তার দিকে তাকাক, তার সুখ্যাতি করুক। তাই সকলকে খুশী করার জন্য সে ও একটা নাচ দেখাতে চাইল। কিন্তু শুরুতেই এমন কিম্ভুত ল্যাগব্যাগ করে সে এগিয়ে এল যে সেই দেখে বাকি জন্তুদের গা গুলিয়ে উঠল। সবাই মিলে লাঠিপেটা করে তাকে জলসা থেকে বার করে দিল।

প্রাচীন বচনঃ সেরাদের নকল করতে যাওয়া বোকামি।

আমি বলিঃ নকলনবিশ নিঘিন্নেরা যখন চারপাশে গলাধাক্কা খাওয়ার বদলে হাততালি কুড়ায় তখন বুঝি মিডিয়া কি জিনিষ! (ইচ্ছে ছিল লিখি নকলনবিশ নিঘিন্নেদের জন্য গলাধাক্কাই অনিবার্য পরিণতি; পারলাম না।)

(৬৪)The Rat and the Elephant

ইঁদুর আর হাতির গল্প

এক ইঁদুর চলেছিল বড় রাস্তা ধরে। পথে পড়ল এক বিরাট হাতি। হাতির পিঠে রাজকীয় হাওদায় আসীন তার মালিক মহামহিম স্বয়ং। আর রয়েছে মালিকের প্রিয় কুকুর আর বিড়াল, এবং টিয়া, আর বানর। বিশাল প্রাণীটা আর তার পরিচারকদের পিছন পিছন চলেছিল বিশাল এক জনতা – জয়ধ্বনি দিতে দিতে, গোটা পথ জুড়ে। সব দেখেশুনে ইঁদুর রেগে আগুন। ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সেই জনতাকে বলল সে, "এত বোকা কেন তোমরা, একটা হাতিকে নিয়ে এমন মাতামাতি করছ? কিসে এত মুগ্ধ তোমরা? ওর বিশাল আকার দেখে? বলি, ঐ গোব্দা চেহারায় কোন কাজটা হয় শুনি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে যাওয়া ছাড়া? আর সেই ভয় দেখানো – সে তো আমিও পারি। ও যেমন একটা জন্তু, আমিও কি তাই নই? ওর যতগুলো পা, আর কান আর চোখ, আমার ও সেগুলো ঠিক ততগুলোই আছে। ওর কোন অধিকার নেই গোটা পথ আটকে নিয়ে চলার। এই পথ যতটা ওর ততটাই আমার ও।" ঠিক এই সময়ই হাতির পিঠ থেকে বিড়াল-এর নজর পড়ল ইঁদুর-এর উপর। লাফিয়ে নীচে নেমে এল সে। একটুক্ষণ-এর মধ্যেই সে ইঁদুরকে বুঝিয়ে দিল যে ইঁদুর আর যাই হোক, হাতি নয়।

প্রাচীন বচনঃ কোন বিরাট লোকের একটা কিছুর সাথে নিজের মিল পাওয়া মানেই সেই লোকের সাথে সমান হয়ে যাওয়া নয়।

আমি বলিঃ দু'-চারটা ঈশপের গল্প অনুবাদ করলেই মনে রাখার মত লেখক হওয়া যায় না।

(৬৫)The Fisherman Piping

বাঁশি বাজানো জেলে

এক জেলে খুব ভালো বাঁশী বাজাত। একদিন সে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় জাল-এর পাশাপাশি তার বাঁশীটাও সঙ্গে নিয়ে নিল। তারপর জলের উপর ঝুঁকে আসা এক পাথরের নীচে সে বিছিয়ে রাখল তার জাল আর, পাথরের উপর বসে বাজাতে লাগল বাঁশী, কত রকমের কত যে তানে! মনে আশা, বাঁশীর মধুর সুরে মুগ্ধ হয়ে মাছেরা নিজে থেকে নাচতে নাচতে এসে ধরা দেবে তার জালে। হায়! বহুক্ষণ বাঁশী বাজিয়েও একটা কুচো মাছেরও দেখা মিলল না। তখন সে সরিয়ে রেখে দিল তার বাঁশী, হাতে তুলে নিল জাল আর জলে ছুঁড়ে মারল সেটা, যেভাবে সে ছুড়ে দেয় রোজ। তারপর আর কি, জাল টেনে তুলে আনল অঢেল মাছ।

প্রাচীন বচনঃ যে কাজ যেভাবে করার কথা সেভাবে করলেই কাজ হয়।

আমি বলিঃ আইনপ্রয়োগে যাদের ধরার কথা বিবেকের বাণী শুনিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না।

ঈশপের গল্প (৬৬ – ৭০)

ঈশপের গল্পগুলি একই সাথে সমকালীন এবং চিরকালের। বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৬৬)The Wolf and the House-dog

নেকড়ে আর পোষা কুকুর

এক নেকড়ের সাথে একদিন এক কুকুরের দেখা হল। কুকুরের চেহারা বেশ ভাল। দেখলেই বোঝা যায় প্রচুর খাওয়া জোটে তার। কুকুরের গলায় পড়ান রয়েছে একটা শেকল, কাঠের তৈরী। নেকড়ে কৌতুহলী হয়ে কুকুরের কাছে জানতে চাইল যে কে সেই লোক যে তার খাবারের কোন অভাব রাখেনি কিন্তু গলায় পরিয়ে দিয়েছে সবসময় বয়ে বেড়ানোর এই ভারী জিনিষ! “আমার মালিক,” জবাব দিল সেই কুকুর। সেই শুনে নেকড়ে তাকে বলল, “আমার কোন বন্ধুকে যেন কোনদিন এমন দুর্দশায় পড়তে না হয়। এই শেকলের ভার সব ক্ষিধে বরবাদ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।”

প্রাচীন বচনঃ স্বাধীনতার বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার-ই কোন দাম নেই।

আমি বলিঃ কি আর্থিক, কি পরমার্থিক কোন অনুগ্রহই স্বাধীনতার সাথে আপোষ না ঘটিয়ে ছাড়ে না।

(৬৭)The Eagle and the Kite

ঈগল আর চিলের গল্প

(সবাই তো জান, ঈগল হছে পাখীদের রাজা।) একদিন গাছের ডালে বসে ছিল এক মেয়ে ঈগল। মনে বড় দুঃখ তার। তার পাশেই বসে ছিল এক ছেলে চিল। "কি হয়েছে," জিজ্ঞেস করল সেই চিল, "এমন দুঃখী দুঃখী মুখ কেন?" "কত খুঁজলাম," বলল ঈগল, "আমার উপযুক্ত একজন সঙ্গী, যার সাথে ঘর বাঁধতে পারি। কিন্তু কাউকে মনে ধরল না।" "আমায় নাও," বলল চিল, "জানো আমার গায়ে কত জোর? তোমার থেকে অনেক বেশী।" "কি লাভ তাতে, তোমার এই জোর আমার কোন উপকারে আসবে কি? পারবে কি তুমি আমার রোজকার খাবারের বন্দোবস্ত করতে?" "হুম্, তুমি জান কত সময় আমার এই ধারালো নখে বড় বড় উটপাখী তুলে নিয়ে চলে এসেছি!" ঈগল এই কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়ে সেই চিল-কে তার সঙ্গী করে নিল। বিয়ে হয়ে গেল তাদের। ঈগল তখন বলল তার বরকে, "কই গো ,এবার তবে উড়ে যাও আর আমার জন্য সেই উটপাখী ধরে নিয়ে এস।" চিল তখন সোঁ সোঁ করে উঠে গেল উঁচু আকাশে। তারপর ঝাঁপ দিল নীচে, আর শিকার ধরে নিয়ে এল একটা যদ্দুর সম্ভব হাড় জিরজিরে ইঁদুর। "সে কি," বলল ঈগল, "এত বড় বড় কথা দিয়ে এই তোমার কথা রাখার নমুনা?" চিল উত্তর দিল, "তোমার মত একজন রাজকুমারীকে বিয়ে করার জন্য আমি যে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছি, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি আর না পারি। এমন কি যদি নিশ্চিত জানি রাখতে পারবনা, তাতেও কিছু যায় আসে না।"

প্রাচীন বচনঃ বিয়ে করতে চাওয়া লোকের প্রতিশ্রুতি অনেক বুঝে শুনে নিতে লাগে।

আমি বলিঃ বিয়ে আর ভোটের আগের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি মেটে কম-ই।

(৬৮)The Dogs and the Hides

একদল কুকুর আর গরুর চামড়া

একদল কুকুর, ক্ষিধের চোটে তাদের মর মর অবস্থা, দেখতে পেল মাঝ-নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা মরা জন্তু। কোনভাবেই সেটার কাছে পৌঁছতে না পেরে তারা ঠিক করল যে নদীর সব জল খেয়ে ফেলা দরকার। তা হলেই নদী শুকিয়ে যাবে আর তারা জন্তুটা পেয়ে যাবে। কিন্তু সেই করতে গিয়ে জন্তুটার ধারে কাছে যেতে পারার অনেক আগেই অঢেল জল খেয়ে পেট ফেটে মরে গেল তারা।

প্রাচীন বচনঃ যা অসম্ভব সেই চেষ্টা করা অর্থহীন।

আমি বলিঃ ক্ষমতা লাভের লোভে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কোন উপায়ে গদি করায়ত্ত করার চেষ্টা আর সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাওয়া একই কথা।

(৬৯)The Fisherman and Little Fish

এক জেলে আর একটা ছোট মাছ

এক ছিল জেলে। যে সব মাছ তার জালে ধরা পড়ত সেগুলো বেচেই জীবন চলত তার। একদিন সারা দিন চেষ্টা করে জালে উঠল একটামাত্র মাছ, তাও ছোট একটা। মাছটা খাবি খেতে খেতে প্রাণ বাঁচানোর জেলের কাছে মিনতি করল, "জনাব, আমাকে দিয়ে আপনার কোন কাজ হবে, কি দাম পাবেন আপনি আমায় বেচে! আমি তো এখনো পুরো বড় হই নি। দোহাই আপনার, প্রাণ বাঁচান আমার, আজকে আমাকে সাগরে ফিরিয়ে দিন। খুব তাড়াতাড়ি-ই আমি অনেক বড় হয়ে যাব। বড়লোকদের পাতে দেওয়ার মত হয়ে যাব আমি। তখন আপনি আমায় আবার ধরে ভাল রকম লাভ তুলে নিতে পারবেন।" জেলে উত্তর দিল, "কবে কি পাব তার জন্য যদি আমি এখন যা পেয়েছি তা ছেড়ে দিই, মানতেই হবে আমি একটা আস্ত বুদ্ধু।"

প্রাচীন বচনঃ দূর ভবিষ্যতের প্রচুর পাওয়ার কোন প্রতিশ্রুতির থেকে এখনকার একটা নিশ্চিত পাওনা, যত ছোটই হোক সেটা, বেশী দামী।

আমি বলিঃ ফাটকা খেলে বড়লোক হওয়ার সোনালী প্রতিশ্রুতির পাল্লায় পড়ার থেকে অল্প হলেও নিশ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করা অনেক স্বস্তির।

(৭০)The Ass and his Purchaser

গাধা আর তার খদ্দের

একজন লোক হাটে গেছে গাধা কিনতে। গাধার ব্যাপারী তাকে প্রস্তাব দিল কেনার আগে গাধাটাকে পরখ করে নিতে। সে লোক ত মহা খুশী। যে গাধাটা সে কিনবে বলে ভেবেছে, সেটাকে সে বাড়ি নিয়ে এল। খড় বিছানো আস্তাবলে ঢুকিয়ে ছেড়ে দিল তাকে। খানিক্ষণ বাদে লোকটা দেখে সেই গাধাটা অন্য সব গাধাকে ছেড়ে এমন একটা গাধার পাশে গিয়ে জুটেছে যেটা ছিল সবচেয়ে কুঁড়ে আর হদ্দ পেটুক। গাধার খরিদ্দার এবার গাধাটার মুখে লাগাম পড়িয়ে তাকে ফেরৎ নিয়ে গেল সেই ব্যাপারীর কাছে আর বলল, "আমার আর পরীক্ষার দরকার নেই। আমি বুঝে গেছি কেমন গাধা এ। যেমন সঙ্গী সে বেছেছিল, ও নিজেও ঠিক তাই হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রাচীন বচনঃ লোক চেনা যায় তার বন্ধু-বান্ধবদের দেখলে।

আমি বলিঃ বেইমানদের সাথে যারা ওঠাবসা করে তারা বিশ্বাসী বন্ধু হতে পারে না। যুদ্ধাপরাধীদের যারা বুকে টেনে নেয় দেয় তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হতে পারে না।

[৬৮ আর ৭০ নং গল্পে ইংরেজী সূত্র থেকে একটু সরেছি। নীচে মন্তব্যের অংশে ষষ্ঠ পান্ডবের মন্তব্য ও তাতে আমার প্রতিমন্তব্য দ্রষ্টব্য]

ঈশপের গল্প (৭১ – ৭৫)

(৭১)The Shepherd and the Sheep

ভেড়ার রাখাল আর তার ভেড়ারা

এক রাখাল তার ভেড়াদের নিয়ে চরতে চরতে এক বিরাট ওক গাছের নীচে এসে হাজির হল। গাছ তখন ফলে ভরে আছে। রাখাল তার গায়ের চাদরটা গাছতলায় বিছিয়ে দিল। তারপর গাছে চড়ে ডাল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফলগুলো নীচে, চাদরের উপর ফেলতে লাগল। ভেড়াগুলো সেই ফলগুলো খাওয়ার সময় চাদরটাকেও ছিঁড়ে চিবিয়ে নষ্ট করে ফেলল। রাখাল গাছ থেকে নেমে চাদরের অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে বলল, "হতচ্ছাড়া বেইমান জানোয়ারের দল, দুনিয়ার লোকের ঊলের যোগান দিস তোরা, আর যে তোদের খাবার যোগান দেয়, তার চাদরটাই তোরা কুচি করে রাখলি! "

প্রাচীন বচনঃ যে সেবা যত্ন করে তার-ই ক্ষতি করার মত অকৃতজ্ঞতার থেকে বড় নীচতা আর নেই।

আমি বলিঃ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে, জনগনের টাকায় প্রতিপালিত হয়ে তারপর জনগণের-ই সাথে যারা বেইমানি করে তাদের জন্য কোন ধিক্কার-ই যথেষ্ট নয়।

(৭২)The Fox and the Crow

শেয়াল আর কাক

এক কাক এক টুকরো মাংস চুরি করে এক উঁচু গাছের ডালে গিয়ে বসল। মাংসের টুকরোটা তার দু' ঠোঁটের মাঝখানে ধরা। এই সময় এক শেয়াল তাকে দেখতে পেয়ে এক শয়তানী ফন্দী আঁটল। উদ্দেশ্য, ঐ মাংসের টুকরোটা হাতিয়ে নেওয়া। "কাকের চেহারাটা কি সুন্দর!" গাছতলায় এসে কাককে শুনিয়ে শুনিয়ে খুব অবাক হওয়ার ভান করে বলল সে, "যেমন

দেখবার মত তার শরীরের গঠন, তেমন চমৎকার তার গায়ের রং। শুধু গলার স্বরটাও যদি তার চেহারাটার মত একইরকম চিকণ হত, অনায়াসে তাকে পাখীদের রাণী বলা যেত।" মুখে যখন সে এই সব ছল-চাতুরীর কথা বলে যাচ্ছিল, তখন আসলে তার মন পড়েছিল ঐ মাংসের টুকরোটার প্রতি। কাক-এর দেমাক ত এই তোষামুদে প্রশংসায় খুব ফুলে উঠল। সে এখন চিন্তায় পড়ে গেল তার গলার আওয়াজের দুর্নাম নিয়ে। তার মনে হল সব্বাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে তার গলার স্বর কারো থেকে খারাপ নয়। সে এক বিরাট আওয়াজে কা করে ডেকে উঠল। আর, টুপ করে মাংসটা তার মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে মাংসটা তুলে নিল আর, কাককে ডেকে বলল, "ওহে কাক সুন্দরী, তোমার গলার স্বর যথেষ্টই ভাল, শুধু, বুদ্ধিটাই নেই তোমার!"

প্রাচীন বচনঃ তোষামোদে যে ভুলে যায় সে লোক বোকা, কারণ তোষামোদ-এর উদ্দেশ্য কখনো ভাল থাকে না।

আমি বলিঃ তোষামোদে ঘায়েল হয় না এমন লোক পাওয়া কঠিন।

(৭৩)The Swallow and the Crow

বাহারী ডানার আবাবিল পাখী আর কাক

আবাবিল পাখীর পালকগুলি যেমন রঙ্গীন তেমন সুন্দর করে সাজানো। আর কাকের পালকগুলি যত মসৃণ আর চকচকেই হোক, সেগুলি একরঙ্গা, সাজসজ্জাও বিশেষ কিছু নেই। কার পালক-সজ্জার কদর বেশী হওয়া উচিত এই নিয়ে দুজনের মধ্যে জোর বিবাদ ছিল। শেষে কাক একদিন এক মোক্ষম যুক্তি দিয়ে সব বিবাদের অবসান করে দিল। কাক জানিয়ে দিল যে তার পালক-সজ্জার দামটাই বেশী কারণ, আবাবিল-এর পালকের যত বাহার বসন্তকালে। শীতকালে আবাবাবিল-এর দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু কাকের শীতকালে ঘুরে বেড়াতে কোন অসুবিধা হয় না কারণ, শীতের ঐ কঠিন ঠান্ডাতেও তার পালকগুলো তাকে ভালমত রক্ষা করে।

প্রাচীন বচনঃ সুসময়ের বন্ধুদের বেশী দাম দিতে নেই।

আমি বলিঃ কঠিন সময়ে যারা পাশে থাকে, সাহায্য করে, তারাই আসল বন্ধু।

(৭৪)The Hen and the Golden Eggs

মুরগী আর তার সোনার ডিম

একটি লোক আর তার বউ-এর একটা বিশেষ মুরগী ছিল। মুরগীটা রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়ত। একদিন সেই লোক আর তার বউ ভাবল, মুরগীটার পেট ভর্তি নিশ্চয়ই অনেক সোনার ডিম আছে। তারা ঠিক করল একসঙ্গে সব কটা সোনার ডিম বার করে নেবে। মুরগীটার পেট কেটে সেটাকে মেরে ফেলল তারা। আর তারপর, অবাক হয়ে দেখখল, অন্য যে কোন মুরগীর মত, এই মুরগীটার পেটেও কোন ডিম নেই। বোকা লোভীদুটো এইভাবে রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে নিশ্চিন্তে রোজ যেটা পাচ্ছিল সেটাও হারিয়ে বসল।

প্রাচীন বচনঃ লোভ এর পরিণতি সর্বনাশ।

আমি বলিঃ মাত্রাতিরিক্ত লাভের নেশায় মেতে গেলে চালু ব্যবসাও ডুবে যায়।

(৭৫)The Old Man and Death

এক বুড়ো আর মৃত্যু দেবতা

এক বুড়ো লোকের কাজ ছিল বন থেকে গাছ কেটে সেই কাঠকুটো শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করা। লম্বা পথ ধরে যেতে যেতে একদিন বুড়ো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কাঁধ থেকে কাঠের বোঝা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পথের ধারে বসে পড়ল সে। আর তারপর ক্ষোভে-দুঃখে বলে উঠল যে এখনো ‘‘মরণ’’ আসছে না কেন! ‘‘মৃত্যু দেবতা’’ এই কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজির হয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কেন সে তাকে ডাকাডাকি করছে। বুড়ো

তখন তাকে বলল, “তেমন কিছু না, এই বোঝাটা যদি একটু কষ্ট করে আমার কাঁধে তুলে দেন, বড় ভাল হয়।”

প্রাচীন বচনঃ মুখে যা বলা হয় সবসময় সেটাই মনের কথা থাকে না।

আমি বলিঃ গরীব মানুষ মৃত্যুর দেবতাকে একবার ডাক দিতেই সে হাজির হয়ে যায় আর, টাকা-পয়সার দেবতাকে সারাজীবন ডেকেও সাড়া মেলে না।

ঈশপের গল্প (৭৬ – ৮০)

(৭৬)The Fox and the Leopard

শেয়াল আর চিতাবাঘ

এক শেয়াল আর এক চিতাবাঘের মধ্যে তর্ক চলছিল কে বেশী সুন্দর তাই নিয়ে। চিতাবাঘ তার গায়ের একটার পর একটা বাহারী ছবির মত দাগ দেখিয়ে প্রমাণ করতে রইল তাকে দেখতে কত সুন্দর। শেয়াল তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "রাখ তোর গায়ের দাগ, আসল সৌন্দর্য চেহারার নয় মগজের, যেটা আমার আছে, তোর নেই।"

প্রাচীন বচনঃ কে কি পরে আছে তাই দেখে তাকে বিচার করতে নেই।

আমি বলিঃ ধূর্তামিকে মগজের সৌন্দর্য বলে চালানো বিশেষজ্ঞরা যে কোন উপায়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ছাড়বেই।

(৭৭)The Mountain in Labour

পাহাড়ের বাচ্চা হবে

একদিন একটা পাহাড় খুব কাঁপছিল। অনেক আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। সব দিক থেকে লোকেরা এসে জড় হল পাহাড়ের নীচে। সবাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, ঘটনাটা কি? পাহাড়ের ছানা-পোনা হবে নাকি? তবে ত ভয়ংকর কিছু জন্মাবে! কি হবে এখন? একটু পরে সবাই দেখে কিছুই হল না, শুধু পাহাড় থেকে একটা ইঁদুর দৌড়ে বেড়িয়ে এল।

প্রাচীন বচনঃ ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করার কোন মানে হয় না।

আমি বলিঃ ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করার নাম টক-শো। সেখানে বিশেষজ্ঞরা পাহাড় কাঁপিয়ে ইঁদুর ছাড়েন।

(৭৮)The Bear and the Two Travelers

এক ভালুক আর দু'জন একসাথে বেড়ানো লোক

দু'জন লোক একসাথে বেড়াতে বের হয়েছিল। হঠাৎ তারা দেখে একটা ভালুক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গীদের একজন চটপট একটা গাছে উঠে পড়ে ডাল-পালার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। অন্যজন দেখল ভালুকের হাত থেকে আজ আর তার রক্ষা নেই। সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। ভালুক এসে তার গায়ে বারে বারে নাক ঠেকিয়ে, সারা শরীর শুঁকে শুঁকে দেখল। লোকটা এই গোটা সময়টা নিশ্বাস বন্ধ করে যতটা পারে মড়ার মত হয়ে পড়ে রইল। ভালুকটা একটু পরে তাকে ফেলে রেখে চলে গেল। এমন হতে পারে যে, ভালুক মরা কোন কিছু খেতে চায় না। একসময়, ভালুকটা চলে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর, গাছে চড়া লোকটা গাছ থেকে নেমে এল। মাটিতে শুয়ে থাকা বন্ধুর কাছে গিয়ে ঠাট্টার সুরে সে জিজ্ঞেস করল যে ভালুকটা তার কানে কানে কি বলে গেল। তার বন্ধু উত্তর দিল, "ভালুক আমায় একটা উপদেশ দিয়ে গেল। সে বলে গেলঃ যেই সঙ্গী তোমায় বিপদের মুখে ফেলে সরে পড়ে, তার সাথে কোথাও বেড়াতে যেও না।"

প্রাচীন বচনঃ বিপদে বোঝা যায় কে সত্যিকারের বন্ধু।

আমি বলিঃ যারা বিপদে পড়ার আগে বুঝতে পারে না কে বন্ধু আর কে বন্ধু নয়, তাদের পক্ষে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়।

(৭৯)The Sick Kite

অসুস্থ চিল

একটা চিলের খুব অসুখ করেছে, বাঁচে কি বাঁচে না অবস্থা। চিল তার মা'কে ডেকে বলল, "মা গো! কেঁদো না, তুমি বরং ঠাকুর দেবতাদের ডেকে বলো আমার অসুখ সারিয়ে দিতে।" তার মা উত্তর দিলো, "হায় রে! এমন স্বভাব তোর! যখন যেই দেবস্থানে খাবার উৎসর্গ করা হত, তুই ছোঁ মেরে নেমে এসে কিছু না কিছু তুলে নিয়ে যেতিস। এমন কোন ঠাকুর-দেবতা নেই যার

সাথে তুই এই কাজ করিস নি, যাকে তুই রাগাস নি। এখন কোন দেব-দেবী তোকে দয়া করবে বল?”

প্রাচীন বচনঃ সম্পদের সময়ে বন্ধুত্ব করা থাকলে তবেই বিপদের সময় সেই বন্ধুদের সাহায্য চাওয়া যায়।

আমি বলিঃ ক্ষমতাবানদের পিছনে লাগলে তারা আর দরকারের সময় অনুগ্রহ করবেন না। তাই, যদিও মিডিয়ার কাজ ছোঁ মেরে সব রকম খবর সংগ্রহ করা, তারা আজকাল হিসেব করে খবর যোগাড় করেন।

(৮০)The Wolf and the Crane

নেকড়ে আর সারসের গল্প

একবার এক নেকড়ের গলায় এক টুকরো হাড় আটকে গিয়েছিল। নেকড়ে তখন এক সারসকে ডেকে আনল। নেকড়ের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে লম্বা ঠোঁট দিয়ে গলা থেকে হাড় বার করে নিয়ে আসতে হবে। নেকড়ে সারসকে বলল যে কাজটা ঠিক মত করতে পারলে তাকে সে অনেক পুরস্কার দেবে। সারস হাড়টা বের করে এনে তার পুরস্কার চাইল। নেকড়ে তখন শয়তানী হাসি হেসে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, “ভাল করে ভেবে দ্যাখ কি বলছিস। নেকড়ের মুখ-এর ভিতর থেকে, তার কামড় না খেয়ে, নিশ্চিন্তে মুন্ডু বার করে আনতে পেরেছিস। তুই ত বিরাট পুরস্কার এর মধ্যেই পেয়ে গেছিস!”

প্রাচীন বচনঃ শয়তানের সেবা করলে পুরস্কারের আশা কোরো না। যদি কোন ক্ষতি না সয়ে বেঁচে যেতে পার, সেটাই সৌভাগ্য মেনো।

আমি বলিঃ শয়তান যখন বিপদে পড়ে লোভ দেখায়, যতই বোঝাও, বোকার দল টোপ গিলবেই। নিজেদের জান-মান-ভবিষ্যৎ বাজি রেখে শয়তানের সুবিধা করে দেবে। তার পর নিজেরা ত ঠকবেই সেই সাথে শয়তানের জোর বাড়িয়ে সকলের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

ঈশপের গল্প (৮১ – ৮৫)

ঈশপের গল্পগুলি একই সাথে সমকালীন এবং চিরকালের। বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৮১)The Cat and the Cock

এক বিড়াল আর এক মোরগ

একটা বিড়াল একবার একটা মোরগকে পাকড়ে ফেলল। এইবার বিড়ালটা মনে মনে ফন্দী আঁটতে থাকল কোন ছুতোয় মোরগটাকে খেয়ে ফেলা যায়। বিড়াল মোরগকে দোষ দিল যে সে লোকজনের পক্ষে এক মহা উৎপাত। কারণ দেখাল এই যে, রাত থাকতে থাকতেই মোরগ কোঁকর কো করে ডাকাডাকি শুরু করে দ্যায়, ফলে লোকেরা ঠিকমত ঘুমাতে পারে না। মোরগ নিজের কাজের পক্ষে যুক্তি দিল এই বলে যে এতে ত লোকজনের সুবিধাই হয়, তারা আগে আগেই উঠে পড়তে পারে আর সময় থাকতে থাকতেই কাজে লেগে যেতে পারে! বিড়াল উত্তরে বলল, ‘‘খুব ভালই জবাব দিয়েছিস তুই, কিন্তু তা বলে আমি ত আর উপোস থাকতে পারি না!’’ এই কথা বলেই বিড়াল মোরগটাকে মেরে খেয়ে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ যে জেনেশুনে মিথ্যা দোষারোপ করে তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে কোন লাভ হয় না।

আমি বলিঃ নিজের শয়তানীকে জায়েজ দেখাতে না পারলে সমস্ত যুক্তি ছুঁড়ে ফেলে দিতে শয়তান এক মুহূর্তও দেরী করে না।

(৮২)The Wolf and the Horse

নেকড়ে আর ঘোড়ার গল্প

এক নেকড়ে একবার একটা জই ক্ষেত থেকে বের হয়ে দেখে সামনে একটা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। তখন সে ঘোড়াটাকে ডেকে বলল, "ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো, এই জই-এর ক্ষেতে ঢুকে পড়ো। একেবারে সেরা জাতের জই হয়ে আছ। আমি কিন্তু একটা দানাও নষ্ট করিনি, সব তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। কি জানো, তুমি হচ্ছ আমার বন্ধুলোক। তোমার দাঁতের ঘষায় ঘষায় জই গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে, সে আওয়াজ আহা, শুনলেও আমার ভাল লাগে!" ঘোড়া জবাব দিল, "শোন হে নেকড়ে, তুমি যদি নিজে জই খেতে পারতে, কানের বদলে তোমার পেটের সুখের দিকেই তুমি নজর রাখতে। "

প্রাচীন বচনঃ একবার বদমাইস হিসেবে নাম রটে গেলে, তার পরে আর ভাল কাজ করলেও কেউ সে কাজ ভাল বলে বিশ্বাস করে না।

আমি বলিঃ বদমাইস কখনো নিজের ক্ষতি করে কারো সাথে দোস্তি করে না।

(৮৩)The Two Soldiers and the Robber

দু'জন সৈন্য আর এক ডাকাত

একদিন দু'জন সৈন্য একসাথে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা ডাকাত তাদের উপর চড়াও হল। সৈন্যদের একজন পালিয়ে গেল। অন্যজন তলোয়ার বাগিয়ে জোরদার লড়াই দিল। ডাকাতটা যখন মারা পড়ল, সেই পালিয়ে যাওয়া ভীতু সৈন্যটা তখন ফিরে এল। এসেই সে তার জোব্বাটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর খাপ থেকে তরোয়াল বার করে লাগিয়ে দিল জোর হাঁক-ডাক, "এখুনি আমি হতচ্ছাড়া ডাকাতের মজা দেখাচ্ছি। এমন শিক্ষা দেব ওদের যে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে কার সাথে লাগতে এসেছিল!"

ডাকাতের সাথে লড়ে-যাওয়া সৈন্যটি এই সব শুনে বলল, ‘‘হাঃ, একটু আগে যখন আমি লড়াই করছিলাম, ঠিক সেই সময়টায়, কিছু না হোক এই কথাগুলোই যদি তুমি বলতে! তোমার কথায় বিশ্বাস করে আমি অন্ততঃ আরো একটু মনের জোর নিয়ে লড়ে যেতে পারতাম! তোমার তলোয়ার এখন তুমি বরং খাপেই ভরে রাখো। আর ফালতু কথাগুলোও বন্ধ করো। যারা তোমায় চেনে না, তাদের তুমি এর পরেও যে ঠকিয়ে যাবে সে আমি জানি। কিন্তু, আমি ত দেখেছি কত তাড়াতাড়ি কি দৌড়টাই তুমি লাগিয়েছিলে! তোমার বীরত্বে ভরসা রাখার মত লোক আর যেই হোক, আমি নই আর!’’

প্রাচীন বচনঃ একবার যে কাপুরুষের রূপ বেড়িয়ে পড়েছে, তার বীরত্বের আস্ফালন-এ কেউ আর পাত্তা দেয় না।

আমি বলিঃ যে যত আগে আগে পালায়, বিপদ কেটে গেলে সে তত বড় বড় কথা বলে।

(৮৪)The Monkey and the Cat

বানর আর বিড়াল-এর গল্প

এক সময় এক বানর আর এক বিড়াল এক সাথে এক পরিবারের মত থাকত। দু’জনেই ছিল মহা চোর, কেউ কারো থেকে কম যেত না। একদিন দু’জনে একসাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে নজরে পড়ল এক জায়গায় গরম ছাই চাপা দিয়ে বাদাম সেঁকা হচ্ছে। ধূর্ত বানর তাই দেখে বলল, ‘‘এসো এসো, আজ রাতের ভোজের ব্যাবস্থা হয়ে গেল মনে হচ্ছে। আমার থেকেও তোমার নখগুলো এখন বেশী কাজে দেবে। তুমি যদি এই গরম ছাই-এর ভিতর থেকে বাদাম-গুলো বার করে আনতে পারো, যা পাবে তার অর্ধেক তোমার।’’ বিড়াল ছ্যাঁকা খেয়ে, থাবা পুড়িয়ে একটা একটা করে বাদাম বার করে আনল। সমস্ত বাদাম চুরির শেষে দেখতে পেল বানরটা সব কটা বাদাম খেয়ে ফেলেছে!

প্রাচীন বচনঃ চোরকে চোরের ও বিশ্বাস করতে নেই।

আমি বলিঃ চোরে চোরের থেকেও চুরি করতে ছাড়ে না। তার পরেও যখন কোন লোক চোরকে বিশ্বাস করে, সে লোকের যে সর্বস্ব খোয়া যাবে এতে আর অবাক হওয়ার কিছু তাকে না। অবাক লাগে যে চারপাশে এমন লোকের কোন কমতি দেখি না।

(৮৫)The Two Frogs

দুই ব্যাঙের গল্প

এক পুকুড়ে এক সাথে থাকত দুই ব্যাঙ। এক বছরে গরম কালে সেই পুকুরের সব জল শুকিয়ে গেল। ব্যাঙরা দু'জনে তখন নুতন ঘরের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। যেতে যেতে পথে একটা কূয়ো দেখতে পেল তারা। এক ব্যাঙ বলল, "চলো, চলো এই কূয়োতেই নেমে পড়ি। এখানেই ডেরা বেঁধে ফেলা যাক।" অন্য ব্যাঙটি সাবধানী। সে বলল, "কিন্তু ধরো, কূয়োয় নেমে দেখা গেল জল নেই। এই ভীষণ গভীর কূয়ো থেকে ত উঠেও আসা যাবে না! তখন কি হবে!"

প্রাচীন বচনঃ পরিণতির হিসাব না করে কাজ করতে নেই।

আমি বলিঃ সাবধানী পরিকল্পনা সেটাই যেটায় পরিকল্পনা কাজ না করলে কি ভাবে তার ফলে তৈরী হওয়া বিপদ থেকে বের হয়ে আসা যাবে সেটাও পরিকল্পনা করা থাকে।

ঈশপের গল্প (৮৬ – ৯০)

ঈশপের গল্পগুলি একই সাথে সমকালীন এবং চিরকালের। বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৮৬)The Vine and the Goat

আঙ্গুর আর ছাগল-এর গল্প

আঙ্গুর ক্ষেতে তখন আঙ্গুর তোলার সময় এসে গেছে। গাছে গাছে ঝুলে আছে রসে টসটসে আঙ্গুরের থোকা। ক্ষেতের ধার দিয়ে যেতে যেতে এক ছাগল খপ করে একটা আঙ্গুর লতায় মুখ দিয়ে কিছু পাতা আর আঁকশি ছিঁড়ে নিয়ে কচমচ করে চিবাতে লাগল। আঙ্গুর লতা তখন তাকে বলল, "এইভাবে আমায় ব্যথা দিলি কেন তুই? কেন আমার পাতাগুলো শেষ করছিস? কোথাও কোন কচি ঘাস কি নজরে পড়ল না তোর? মনে রাখিস, সে দিন কিন্তু বেশী দূরে নয় যেদিন আমি এর ঠিক ঠিক প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। আমার পাতা গুলো ধ্বংস করেছিস তুই, শেকড় ও বের করে ফেলেছিস প্রায়। ঠিক আছে, ক'দিন বাদেই তোকে বলি চড়ানোর সময় তোর গায়ে ঢালবার পানীয় বানাতে যে আঙ্গুরগুলো লাগবে, আমিই তার যোগান দিয়ে দেব।"

প্রাচীন বচনঃ কৃতকর্মের সাজা মিলবেই।

আমি বলিঃ একটা-দুটো লতার আঙ্গুরে ত আর পানীয় তৈরী হয় না। ক্ষেত ভর্তি আঙ্গুর লতার থেকে আঙ্গুরের যোগান লাগে তার জন্য। সংখ্যায় যখন অনেক, তখন নিরীহ আঙ্গুর লতারও প্রতিশোধের সুযোগ আসতে পারে। কিন্তু সংখ্যালঘু যারা, তাদের জন্য প্রতিশোধ দূরে থাক, অস্তিত্ব রাখার-ও অধিকার হারিয়ে যায়।

(৮৭)The Mouse and the Boasting Rat

এক নেংটি ইঁদুর আর এক দাম্ভিক ধাড়ি ইঁদুর-এর গল্প

এক নেংটি ইঁদুর একটা ধানের গোলায় নিজের আস্তানা বানিয়েছিল। কোথা থেকে একদিন এক বিড়াল এসে হাজির সেই এলাকায়। ঐ ধানের গোলাটা হয়ে উঠল তার বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা। অবস্থা দেখে ভয়ে নেংটির মুখ শুকিয়ে গেল। কি করবে, কি ভাবে বাঁচবে ভাবতে গিয়ে তার মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। একসময় তার মনে পড়ল কাছাকাছিই থাকা এক ধাড়ি ইঁদুরের কথা। সেই ধাড়ি ইঁদুর এর আগে বহুবার নেংটিকে বলেছে যে সে কোন বিড়ালের পরোয়া করে না। নেংটি ঠিক করল ঐ ধাড়ির কাছে গিয়ে তাকেই অনুরোধ করবে বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ধাড়ির সাথে গিয়ে দেখা করল সে। ধাড়ি তখন নিজের গর্তেই ছিল। নেংটি ধাড়িকে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে তার সাহায্য চাইল। "ফুঃ", বলল সেই ধাড়ি ইঁদুর, "আমায় দেখ, আমার মতন তোর-ও মনে সাহস আনতে হবে। যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবি তুই, কোন বেড়ালকে কোন রকম পাত্তা দিবি না। আমি খুব তাড়াতাড়ি-ই আসছি তোর কছে। এসেই ঐ বিড়ালটাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব ওখান থেকে।" নেংটি চলে যাওয়ার পর ধাড়ি ইঁদুর ভাবল, এত যে বড় বড় কথা বলে দিল সে, এইবার কিছু একটা করে দেখাতেই হবে। সে তার এলাকার সমস্ত ধাড়ি ইঁদুরদের ডেকে আনল, তারপর সবাই মিলে চলল সেই বিড়াল-এর কাছে। মতলবটা হচ্ছে গায়ের জোরে না হোক, সংখ্যার জোরেই বিড়ালকে তারা ভয় পাইয়ে দেবে। কিন্তু গোলার কাছে হাজির হয়ে তারা দেখে যে বিড়ালটা এর মধ্যেই বোকা নেংটিটাকে

পাকড়ে ফেলেছে। এরপর বিড়ালটা একবার শুধু একটা হুঙ্কার ছাড়ল। ব্যাস, মুহূর্তের মধ্যে সব কটা ধাড়ি ইঁদুর পড়ি কি মরি করে ছুট লাগিয়ে যার যার গর্তে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

প্রাচীন বচনঃ অহঙ্কারী লোকের উপর নির্ভর করতে নেই।

আমি বলিঃ এ এক আশ্চর্য মজা! বার বার ঠকার পরেও লোকেরা তার উপরেই বেশী আস্থা রাখে যে নিজের ঢাকটা বাকীদের থেকে জোরে বাজাতে পারে!

(৮৮)The Dog and the Fox

কুকুর আর শিয়াল

একদল কুকুর ঘুরতে ঘুরতে দেখে একটা সিংহের চামড়া পড়ে আছে। দেখামাত্র তারা চামড়াটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে সেটাকে কুটিকুটি করতে শুরু করে দিল। একটা শিয়াল সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কুকুরগুলোর ঐ কাজ দেখে শিয়াল তাদের উদ্দেশ্যে বলল, "এই চামড়া যার ছিল, সেই সিংহটা আজ বেঁচে থাকলে, অনেক আগেই তোরা বুঝে যেতি যে তোদের দাঁতের যা শক্তি তা ঐ সিংহের এমন কি নখের জোরের-ও ধারে কাছে আসে না।"

প্রাচীন বচনঃ পড়ে থাকা লোককে লাথি মারা খুব সহজ।

আমি বলিঃ ক্ষমতাবানের ক্ষমতা চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যারা মার খাওয়ার ভয়ে দূরে দূরে থাকে, ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর তারাই সেই প্রাক্তন ক্ষমতাবানের উপর প্রবল হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণভাবে একে রাজনীতি বলা হয়ে থাকে।

(৮৯)The Thief and the House-dog

এক চোর আর এক পাহারাদার কুকুরের গল্প

রাত্রিবেলায় এক চোর এক বাড়িতে এসে হাজির। ঐ বাড়িতে চুরির মতলব তার। কিন্তু এক কুকুর ছিল সেই বাড়ির পাহারার দায়িত্বে। কুকুরের চ্যাঁচামেচিতে মালিক হুঁশিয়ার হয়ে গেলে চোরের পক্ষে মুস্কিল। কুকুরটাকে শান্ত রাখার জন্য চোরটা তাই অনেকগুলো মাংসের টুকরো সাথে করে নিয়ে এসেছিল। এবার সে কয়েকটা টুকরো সেই কুকুরের দিকে ছুঁড়ে দিল। তাই দেখে কুকুরটা ঐ চোরকে বলল, "আপনি যদি ভেবে থাকেন যে এইভাবে মাংসের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে আমার মুখ বন্ধ রাখবেন, আমার পাহারায় ঢিলে পড়ে যাবে, আর, আপনার অনুগত হয়ে পড়ব আমি, বিরাট এক ভুল করবেন আপনি! আপনার এই হঠাৎ দয়ায় আমার সন্দেহ বরং আরো বেড়ে গেছে। এর পিছনে নিশ্চয়ই আপনার কোন মতলব আছে। এমনি এমনি আপনি আমায় উপহার বিলাচ্ছেন না। আমি নিশ্চিত, আপনি আমার মালিকের কোন ক্ষতি করার মতলবে আছেন। তাছাড়া, এখন আমার খাওয়ার সময়ও নয়। এতে আমার আরো বেশী করে সন্দেহ হচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন।"

প্রাচীন বচনঃ কোন সৎ উদ্দেশ্যে কেউ ঘুষ দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করে না।

আমি বলিঃ ঈশপ-দাদু গো, তোমার দিন আর নেই। এখন এই হতভাগ্য তৃতীয় বিশ্বে সৎ উদ্দেশ্যর কথা বাদ-ই দিলাম, নেহাৎ বাঁচতে গেলেও যে কত সময় ঘুষ না দিয়ে কোন উপায় থাকে না সে কেবল ভুক্তভোগী-ই জানে।

(৯০)The Sick Stag

অসুস্থ হরিণ

অসুখ করায় এক হরিণ চুপটি করে নিজের আস্তানায় শুয়ে ছিল। তার আত্মীয়-স্বজন, ইয়ার-দোস্তরা দলে দলে তাকে দেখতে এল। তার শরীরের খোঁজ-খবর নেওয়ার সাথে সাথে তারা সবাই তার সঞ্চিত খাবারেও

খানিকটা করে ভাগ বসিয়ে গেল। হরিণটা যে শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল সেটা যত না অসুখে ভুগে, তার থেকেও বেশী করে খাবারের অভাবে।

প্রাচীন বচনঃ খারাপ সঙ্গীরা ভাল করার চেয়ে অনিষ্টই করে বেশী।

আমি বলিঃ ক্ষমতাচ্যুত কি অশক্ত অবস্থার সময় যারা আহা-উহু করে ঘিরে এসেছে, ব্যক্তি-ই হোক বা গোষ্ঠী কি দল সবাই তারা বন্ধু নয়। অনেকেই এসেছে অসহায় দেখে আরো লুটে নেওয়ার জন্য, আরো ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য, সাবধান! *

* আগে বলেছিলামঃ স্বার্থপর বন্ধুরা সাথে থাকলে ধ্বংস হওয়ার জন্য আর শত্রুর দরকার পড়ে না।
এইটা প্রাচীন বচনের সাথে প্রায় এক-ই থেকে গিয়েছিল। দীনু-দা (দীনহীন) তাঁর মন্তব্যে এ প্রসঙ্গ তুলে নিজের অতৃপ্তির কথা জানান। অনেক ধন্যবাদ তাঁকে।

ঈশপের গল্প (৯১-৯৫)

ঈশপের গল্পগুলি একই সাথে সমকালীন এবং চিরকালের। বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com-এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৯১)The Fowler and the Ringdove

পাখি শিকারী ও রাজঘুঘু

এক পাখী শিকারী একদিন বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, পাখী মারবে। নজরে এল ওকগাছের আগায় বসে থাকা একটা রাজঘুঘু, গলায় সুন্দর আংটির মত চিত্র করা তার। সেটাকেই সে শিকার করবে বলে ঠিক করল। প্রথমে বন্দুকটাকে কাঁধে আটকে নিল যুত করে, তারপর পাখীটার দিকে নিশানা করল। কিন্তু নিশানা করবার সময় কখন যে ঘাসের নীচে শুয়ে থাকা একটা কেউটে সাপকে সে মাড়িয়ে ফেলেছে সেটা সে বুঝতে পারে নি। ঠিক বন্দুকের ঘোড়াটা টানবার মুহূর্তে কেউটেটা তার পায়ে ভীষণ জোরে ছোবল মারল। ব্যাথার চোটে শিকার করা ভুলে বন্দুক মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল শিকারি। তীব্র বিষ দ্রুত মিশে যাচ্ছে তার রক্তে। গোটা শরীরটা অবশ হয়ে পড়ছে। সে বুঝল, মরণ ঘনিয়ে এসেছে তার, কিন্তু করতে পারল না কিছুই। "আমার ভাগ্য", বিড়বিড় করল সে, "আমাকেই শেষ করে দিল যখন আমি কিনা অন্য কাউকে শেষ করার যোগাড় করছিলাম। "

প্রাচীন বচনঃ যারা অন্যের জন্য ফাঁদ বানায়, অনেক সময় তারা নিজেরাই তাতে আটকা পড়ে।

আমি বলিঃ লক্ষ্যে স্থির থাকার অর্থ এই নয় যে চারপাশের বিপদ থেকে নজর সরিয়ে রাখতে হবে।

(৯২)The Kid and the Wolf

রাখাল ছেলে ও নেকড়ের গল্প

এক রাখাল ছেলে একদিন বনের পথ ধরে ঘরে ফিরছিল, একা একা, সাথে অস্ত্র-শস্ত্রও কিছু নেই। এক নেকড়ে তার পিছু নিল। রাখাল ছেলে একসময় বুঝে গেল আর রক্ষা নেই। সে বেচারী তখন ঘুরে নেকড়ের মুখোমুখি হয়ে বলল, "নেকড়ে দোস্ত, আমি বুঝতে পারছি, আজ আমায় তোমার শিকার হতেই হবে। কিন্তু মরবার আগে আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। তুমি যদি একটু বাঁশী বাজিয়ে শোনাও, আমি তা'হলে তোমার সুরের সাথে সাথে শেষবারের মত একটু নেচে নিই।" নেকড়ে মেনে নিল। তার বাঁশীর সুরের তালে তালে নাচতে থাকল রাখাল ছেলে। এদিকে, একদল শিকারী কুকুরের কানে গেল সেই সুর। তারা ছুটে এসে নেকড়েকে দেখতে পেয়েই তাড়া করল তাকে। নেকড়ে তখন পালাতে পালাতে রাখাল ছেলের দিকে ফিরে বলল, "যেমন কর্ম করেছি, হাতে হাতে তার ফল পেলাম। আমার দরকার ছিল ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় খেয়ে ফেলা, তার বদলে তোমায় খুশী করার জন্য বাঁশী বাজাতে বসে গেলাম। একেবারেই ঠিক হয়নি সে কাজটা।"

প্রাচীন বচনঃ যার যেটা কাজ তার সেটাই করা উচিত।

আমি বলিঃ শয়তানের সাথে সোজা পথে চলে নয়, বাঁকা পথে তাকে ফাঁদে ফেলেই তার হাত থেকে বাঁচতে লাগে।

(৯৩)The Blind Man and the Whelp

এক অন্ধ ও এক নেকড়ের ছানা

এক অন্ধ মানুষের একটা বিশেষ গুণ ছিল। জন্তু-জানোয়ারের গায়ে হাত বুলিয়ে সে বলে দিত পারত কোন প্রাণী সেটা। একদিন একজন একটা নেকড়ের ছানা এনে তার হাতে দিল। অনুরোধ করল যদি সে প্রাণীটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে দিতে পারে ঠিক কোন জানোয়ার বাচ্চা সেটা। লোকটি প্রাণীটির গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরীক্ষা করল। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে না পেরে বলল সে, "বুঝতে পারছি না ঠিক কোন জন্তুর বাচ্চা এটা – শিয়ালের না নেকড়ের। কিন্তু এই ব্যাপারটায় আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এটাকে ভেড়ার পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ভেড়াগুলোর বিপদ হয়ে যাবে। "

প্রাচীন বচনঃ শয়তানীর লক্ষণ ছোট থাকতেই নজরে পড়ে।

আমি বলিঃ এখনো পুরো মুর্ত্তি ধরেনি তাই চিন্তার কিছু নেই, এই ভাবনায় বুঁদ হয়ে নেতৃত্ব যখন শয়তানকে তুচ্ছ বলে হিসাব করে , নেতৃত্বের উপর নির্ভর করা মানুষগুলির জন্য তখন সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে।

(৯৪)The Geese and the Cranes

হাঁস ও সারসের গল্প

এক মাঠে চরে বেড়াত কিছু রাজহাঁস আর সারস। তাদের ধরবে বলে একদিন এক পাখীশিকারী জাল নিয়ে ঐ মাঠে এসে হাজির। সারসদের হাল্কা ডানা। শিকারীকে আসতে দেখেই তারা চটপট উড়ে চলে গেল। রাজহাঁসেরা অত তাড়াতাড়ি উড়তে পারে না। আর, তাদের শরীর ও অনেক ভারী। ফলে, সমস্ত রাজহাঁসেরা জালে ধরা পড়ল, বন্দী হল তারা।

প্রাচীন বচনঃ অনেক সময়ই সবচেয়ে বেশী অপরাধীরাই যে ধরা পড়েছে, ঘটনা তা নয়।

আমি বলিঃ আরামে আয়েসে থেকে থেকে রাজনীতিকরা যখন দ্রুত মাঠ-ঘাটের আন্দোলন গড়ে তুলতে ভুলে যান, আমলা-নির্ভরতার ফাঁদে ধরা পড়া থেকে নিজেদের বাঁচানো তখন তাদের পক্ষে একন্তই কঠিন হয়ে যায়।

(৯৫)The North Wind and the Sun

উত্তুরে বাতাস আর সূর্যের গল্প

উত্তুরে বাতাস আর সূর্যের মধ্যে প্রবল তর্ক বেধে গেল – কার জোর বেশী তাই নিয়ে। সেই সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এক লোক। বাতাস আর সূর্য একমত হল যে, তাদের মধ্যে যে জন ঐ লোকের গা থেকে অন্যজনের আগে জামা-কাপড় খুলে ফেলাতে পারবে, তাকেই বেশী শক্তিমান বলে ধরা হবে। উত্তুরে বাতাস তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বাতাসের পরাক্রম যত বেড়ে উঠল, লোকটি তার পোষাকগুলোকে তত বেশী করে আঁকড়ে ধরল। একসময় বাতাস হাল ছেড়ে দিয়ে সূর্যকে ডাকল তার ক্ষমতার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। সুর্য চড়চড় করে হঠাৎ একেবারে তীব্র গরম হয়ে উঠল। লোকটা সেই গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে একটার পর একটা তার সমস্ত জামা-কাপড় খুলে ফেলতে থাকল। শেষে একসময় রোদের তাপে অস্থির হয়ে গায়ের সমস্ত পোষাক খুলে ফেলে সে পথের ধারের এক জলাশয়ে স্নানে নেমে পড়ল।

প্রাচীন বচনঃ বুঝিয়ে বলায় জোর করার থেকে বেশী কাজ পাওয়া যায়।

আমি বলিঃ হৃদয়ের উষ্ণতা খসিয়ে দেয় অবিশ্বাসের আবরণ। আর, এ ধারা ও ধারার দমন পীড়নে নেতৃত্বের শক্তি প্রদর্শন হয় বটে হুদো হুদো, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়না। মানুষ বরং তাতে আরো দূরে সরে যায়।

ঈশপের গল্প (৯৬-১০০)

প্রায় তিনশ' দিন পার করে এই ধারাবাহিকের ১০০তম গল্পটি থাকছে আজ।

ঈশপের গল্পগুলিতে নানা জন্তু, গাছ, প্রকৃতি মানুষের মত কথা বলে, কখনো বা মানুষদের মত আচরণ করে। এই অবাস্তবতার মোড়কে ধরে রাখা থাকে আমাদের চারপাশের একান্তই বাস্তব জগৎটি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত ভিনদেশী এই গল্পগুলি স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে আজো আমাদের চেনা জগতের কথা বলে যায়।

বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।
অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।
গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।
গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

(৯৬)The Laborer and the Snake

একটি লোক আর একটা সাপ।

[ইংরেজী রূপটিতে শিরোনামে Laborer কথাটি থাকলেও গল্পের ভিতর ঐ শব্দটির আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে লোকটিকে উল্লেখ করা হয়েছে Cotteger হিসেবে। হয়ত Laborer বলতে গরীব মজুর যার ঝুপড়ির পাশে সাপের গর্ত থাকতে পারে এবং Cotteger বলতে ঐ ঝুপড়িবাসী লোকটিকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। গল্পের জন্য দরকারী মনে না হওয়ায় আমার অনুবাদে আমি ঐ খুঁটিনাটিতে ঢুকি নি]

একটি বাড়ির উঠানের ঠিক পাশেই এক গর্তে একটি সাপ থাকত। বাড়ির মালিকের শিশু সন্তানটি একদিন সাপটার তীব্র ছোবলে মারা গেল। এই ভয়ানক ঘটনায় শিশুটির বাবা মার দুঃখের সীমা রইল না। শিশুটির বাবা ঠিক করল যে সাপটাকে সে মেরে ফেলবে। পরের দিন খাবারের খোঁজে যেইমাত্র সাপটা গর্ত থেকে বেরিয়েছে, সে লোক তার কুড়ুল দিয়ে সাপটার মাথায় দিল এক কোপ। কিন্তু, তাড়াহুড়োয় কোপটা পড়ল গিয়ে সাপের লেজের দিকে। কাটা পড়া লেজ ফেলে সাপ পালিয়ে গর্তে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ বাদে লোকটার মনে হল, এই রে, সাপটা ত এইবার তাকেও দংশাবে। তখন সে সাপটার সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইল। ক্ষুধার্ত সাপটার খাওয়ার জন্য একটা রুটি আর খানিকটা নুন নিয়ে গিয়ে সে ঐ গর্তটার সামনে রেখে দিয়ে এল। কিন্তু কোন লাভ হল না। সাপটা তাকে বলল, "তোমার আমার মধ্যে কোনদিনই আর কোন সমঝোতা হবে না। তোমাকে দেখলেই আমার মনে পড়বে আমার লেজ কাটা যাওয়ার ব্যাথা। আর আমায় দেখলেই তোমার মনে পড়ে যাবে তোমার ছেলেটির মৃত্যুর কথা। "

প্রাচীন বচনঃ যার কারণে কোন যন্ত্রণা পেতে হয়েছে, তার উপস্থিতিতে সেই যন্ত্রণার কথা ভোলা একান্তই কঠিন।

আমি বলিঃ রাজাকার সাপেরা জানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ-এর সাথে তার কোন দোস্তি নেই। সে শুধু ধান্দায় থাকে কি করে আবার ছোবল মারা যায়। সমঝোতা, বিনির্মাণ ইত্যাদি নানা কিসিমের তত্ত্ব আউড়ে যারা সেই সত্যটা আড়াল করতে চেষ্টা করে তারা খুনী ধর্ষক ঐ সব সাপেদের-ই সঙ্গী, মানুষের নয়।

(৯৭)The Bull and the Calf

ষাঁড় আর বাছুর

একদিন একটা ষাঁড় শরীরটাকে অনেক চাপাচাপি করেও একটা সরু গলি দিয়ে কিছুতেই আর এগোতে পারল না। একটা কচি বাছুর সেই দেখে এগিয়ে এল। সে বলল যে সে আগে আগে গিয়ে ষাঁড়টাকে দেখিয়ে দিতে পারে কেমন করে এই সরু চিপার মধ্যে থেকে বের হওয়া যাবে। "থাক, তোর আর খাটাখাটনি করার দরকার নেই" ষাঁড়টা জবাব দিল তাকে, "তোর জন্মের অনেক আগে থেকেই ঐ সব কায়দা কসরৎ আমার জানা আছে।"

প্রাচীন বচনঃ বড়দের জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি বলিঃ যে যত কম জানে তার তত বড় বড় তত্ত্ব আউড়াতে ইচ্ছে করে। বিপদ বাধে যখন এই কম-জানারাই পরিচালকের ভূমিকা নেয়।

(৯৮)The Goat and the Ass

ছাগল আর গাধা

একটি লোকের পোষ্যদের মধ্যে ছিল এক ছাগল আর এক গাধা। গাধাটার বড়সড় চেহারা, খেতেও পেত বেশী। তার খাবারের পরিমাণ দেখে ছাগলটা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যেত। আর থাকতে না পেরে একদিন সে একটা ফন্দী আঁটল। গাধাটাকে ডেকে বলল, "ছি ছি, কি খাটুনিটাই না তোমাকে দিয়ে খাটায় এরা! এই পেষাই করার যন্ত্রে জুড়ে দিচ্ছে ত এই আবার কাঁড়ি কাঁড়ি বোঝা টানাচ্ছে।" সে পরামর্শ দিল যে গাধাটা বরং মৃগীরোগীর ভান করুক। তারপর একটা কোন খাদে পা হড়কে নেমে গিয়ে খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিক। ছাগলের পরামর্শ গাধার খুব মনে ধরল। কিন্তু খাদে গড়িয়ে পড়তে গিয়ে চোট লেগে নানা জায়গায় কেটে-ছড়ে গেল তার। গাধার মালিক খবর পাঠাল সেখানকার হাতুড়ে চিকিৎসককে, পরামর্শ চাই। সেই লোক হুকুম দিল ছাগলের রক্ত যোগাড় করার জন্য – গাধার ক্ষতের উপর ঢালতে হবে। ঐ ছাগলটাকেই তখন সবাই কেটেকুটে গাধাকে সারিয়ে তুলতে লেগে গেল।

প্রাচীন বচনঃ অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে নিজের আরো বড় ক্ষতি হয়ে যায়।

আমি বলিঃ ঈর্ষায় জ্বলে-পুড়ে যাওয়া মানুষেরা অন্যদের টেনে নামানোর জন্য যে দুষ্কর্মগুলি করে তাতে গোটা সমাজের নানা ক্ষতি ত হয়ই, শেষ পর্যন্ত তার নিজের ক্ষতিও কিছু কম হয় না। তবু সেটা করাটাই যে কেন রাজনীতির স্বাভাবিক রূপ হয়ে দঁড়িয়েছে এ এক আশ্চর্য বিষয়! (কিন্তু, গল্পের আর একটা দিক ছিল কি? সন্দেহ হয়, ছাগলটার মাংসেই ঐ হাতুড়ে চিকিৎসকের পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত হয়েছিল! এক্কেবারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবুদ্ধির ছাপ-মারা কারবার!)

(৯৯)The Boasting Traveller

দাম্ভিক পর্যটক

একটি লোক বিদেশে গিয়েছিল। দেশে ফিরে এসে সে বলে বেড়াত যে বিদেশে থাকার সময় তাকে হরেক রকমের বীরত্বের কাজ করতে হয়েছিল। এই সব গল্প শুনিয়ে সে প্রচুর ডাঁট দেখাত। গল্পগুলোর মধ্যে একটা ছিল তার রোডস্ দ্বীপে বেড়ানোর গল্প। সেখানে সে নাকি এমন এক লাফ মেরেছিল যে তার ধারে কাছে পর্যন্ত আজ অবধি কেউ লাফাতে পারেনি! সে বলত রোডস্ দ্বীপের গাদা গাদা লোক তার ঐ লাফ দেখেছিল। সে ডাকলেই তারা এসে সাক্ষীও দিয়ে যাবে। এই সব শুনতে শুনতে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লোক একদিন আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বলে উঠল, "সাক্ষী ডাকার দরকার কি! আপনি গুণী লোক, মনে করুন এই জায়গাটাই রোডস্ দ্বীপ। দিন, এবার একটা লাফ দিয়ে দিন ত! আমরা নিজেরাই দেখে নিই আপনার লাফানোর ক্ষমতা।"

প্রাচীন বচনঃ বড় বড় কথা বলার রোগ সারানোর দাওয়াই হচ্ছে, যে যা বলছে, তাকে তা করে দেখাতে বলা।

আমি বলিঃ নিজের সামর্থ্য নিয়ে বড় বড় কথা বলবে, আর, করে দেখানোর সময় এলে করে উঠতে পারবে না। তারপরেও আবার বড় বড় কথা বলে যাবে – প্রেমে আর রাজনীতিতে এ রোগ চলতেই থাকে, সারে না।

(১০০)The Ass, the Cock, and the Lion

এক গাধা, এক মোরগ আর এক সিংহ

এক গাধা আর এক মোরগ এক সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খাবারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এক সিংহ সেখানে এসে হাজির। ক্ষুধার্ত সিংহ যেই গাধাটার উপর লাফিয়ে পড়তে গেল, ঠিক তখনই মোরগটা বিকট চিৎকার দিয়ে কোঁকর-কোঁ করে ডেকে উঠল। লোকে বলে, সিংহ মোরগের ডাক একেবারে সহ্য করতে পারে না। হ'লও তাই, মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে সিংহটা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তুচ্ছ এক মোরগের ডাকেই সিংহটাকে এমন কেঁপে যেতে দেখে গাধার খুব সাহস এসে গেল। সিংহটাকে আক্রমণ করার জন্য সে ওটার পিছু ধাওয়া করল। বেশীদূর যাওয়ার আগেই অবশ্য সিংহটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গাধাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ ফালতু সাহস প্রায়ই বিপদ ডেকে আনে।

আমি বলিঃ দল-ই হোক, কি ব্যক্তি, কোন কারণে এখনকার মত পিছিয়ে গেছে মানেই সেই শয়তান হেরে গেছে, তার আর আগের মত ক্ষমতা নেই এইটি ধরে নিয়ে তার মোকাবিলা করতে গেলে ভীষণ দাম দিয়ে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগে।

ঈশপের গল্প (১০১-১০৫)

আশা করি, এর আগেও যেমন হয়েছে বিভিন্ন বারে, এবারের এই গল্পগুলিও বার্তা দেবে এই সময়ের।

****

ঈশপের গল্পগুলিতে নানা জন্তু, গাছ, প্রকৃতি মানুষের মত কথা বলে, কখনো বা মানুষদের মত আচরণ করে। এই অবাস্তবতার মোড়কে ধরে রাখা থাকে আমাদের চারপাশের একান্তই বাস্তব জগৎটি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত ভিনদেশী এই গল্পগুলি স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে আজো আমাদের চেনা জগতের কথা বলে যায়।

বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

****

(১০১)The Stag and the Fawn

ধেড়ে হরিণ আর হরিণ ছানা

এক বুড়ো ধেড়ে হরিণ বয়সের সাথে সাথে নানা রকম কায়দা-কসরৎ শিখে নিয়েছিল। এমনভাবে সে পা দাপাত, মাথা ঝাঁকাত, ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলত যে হরিণদের পুরো পাল তার ভয়ে কাঁপত। একদিন হল কি, একটা ছোট্ট হরিণছানা সাহস করে তার কাছে এগিয়ে গেল। ধেড়ে হরিণটাকে সে জিজ্ঞেসে করল,

“দোহাই আপনার, আমার উপরে রেগে যেয়েন না। কিন্তু, একটা কথা বলুনতো, এত দাপট আপনার, অথচ, যেই কোন শিকারী কুকুরের ডাক শুনলেন, মনে হয় পারলে নিজের চামড়াটাও পিছনে ফেলে আপনি একেবারে মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে যাবেন! কেন?”
“ঠিকই নজর করেছিস তুই,” ধেড়ে হরিণটা তখন বলল তাকে, “জানিনা কেন এমন হয়। দুনিয়ার যে কোন কিছুর সাথেই আমি লড়ে যেতে পারি, কোন কিছুরই আমি তোয়াক্কা করি না। কিন্তু, কি যে হয়, শিকারী কুকুরের ডাক শুনলেই আমার ভিতরের সমস্ত জোর উবে যায়! যত তাড়াতাড়ি পারি, দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তখন আমার আর কোন উপায়ই থাকে না।”

প্রাচীন বচনঃ যে যত বড় বড় কথা বলে, সে আসলে তত বড় কাপুরুষ।

আমি বলিঃ নিজের লোকেদেরই উপর অত্যাচার করা ঘাগু কাপুরুষগুলোর মুখোশ খোলার কাজটা বোধ হয় তরুণ-তরুণীরাই সবচেয়ে বেশী করে।

(১০২)The Partridge and the Fowler

বাতাই পাখী ও পাখী শিকারী

একবার এক পাখী শিকারী একটা বাতাই পাখী ধরেছিল। পাখীটা প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাকুতি মিনতি করে শিকারীকে বলল, “হুজুর, রেহাই দেন আমায়। আপনি যদি আমার প্রাণ বাঁচান, আমি নিজে আপনাকে অনেক বাতাই পাখী ধরে এনে দেব।” শিকারী তখন উত্তর দিল, “নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তুই তোর আত্মীয়-বন্ধুদের প্রাণ বলি দিতে চাইছিস, তোর প্রাণ নিতে আমার আর কোন দ্বিধা রইল না।” এর পরে আর একটুও দেরী না করে সে বাতাইটার ঘাড় মুচড়ে তার থলেতে ভরে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা বন্ধুদের সর্বনাশের মুখে ঠেলে দ্যায়, তারা কোন রকম ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়।

আমি বলিঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যারা একদিন নিজের দেশের অগণিত মানুষকে হত্যাকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল, তারা কি কোনরকম, আবারো বলি, কোনরকম ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য?

(১০৩)The Farmer and the Stork

এক চাষী আর এক মানিকজোড় পাখী

(Stork বলতে যে পাখীগুলিকে বোঝায় তাদের বাংলা নাম মানিকজোড়।)।

সদ্য বোয়া বীজগুলো বাঁচানোর জন্য এক চাষী তার জমির উপর জাল বিছিয়ে রেখেছিল। বীজ খেতে আসা একগুচ্ছ সারস ধরা পড়ল সেই জালে। তাদের মাঝখানে সারসের মতই দেখতে অন্য একটা পাখীও আটকা পড়েছিল। তার নাম মানিকজোড়। জালে জড়িয়ে পা ভেঙ্গে যাওয়ায় মানিকজোড় পাখীটা পালাতে পারল না। সে তখন প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে ঐ চাষীর কাছে আবেদন নিবেদন করতে রইল। "হুজুর, আমায় রেহাই দিন," বলল সে, "অন্ততঃ এইবারটির মত আমাকে ছেড়ে দিন। এই দেখুন, পা ভেঙ্গে গেছে আমার। এই পা দেখে আপনার মনে কি আর দয়া হচ্ছে না, নিশ্চয়ই হচ্ছে। তাছাড়া ভেবে দেখুন, আমি ত আর সারস নই, আমি একটা মানিকজোড়। কখনো কোন খারাপ কাজ করিনা আমি। সব সময় বাবা-মায়ের কথা শুনে চলি, কত ভালবাসি তাদের। দেখুন, দেখুন, আমার পালকগুলি দেখুন, সারসের পালকের সাথে কোন মিলই নেই।" চাষী হাসতে হাসতে বলল, "হতে পারে তোর সমস্ত কথাই ঠিক, তবে আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। আমি শুধু এইটুকু জানি, এই সারসগুলো সব কটা ডাকাত। আর, এদের সাথে ধরা পড়েছিস তুই। তোকে ও তাই এদের সাথে সাথেই মরতে হবে।"

প্রাচীন বচনঃ অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

আমি বলিঃ ব্যক্তি হোক কি গোষ্ঠী, গণহত্যাকারীদের দলে থেকেও নিজে হাতে খুন না করার সাফাই গাইলে আর কোন আদর্শের দোহাই দিলেই হত্যায় অংশগ্রহণ করার দায় থেকে কারো মুক্তি জুটে যাওয়া উচিত কি?

(১০৪)The Ass and his Driver

গাধা আর তার চালক

উঁচু পথ ধরে চলছিল এক গাধা। হঠাৎ সে নিজের ইচ্ছে মত ছুট লাগাল। ছিটকে গিয়ে পড়ল এক গভীর খাদের ধারে। হুড়মুড় করে যখন সে খাদের মধ্যে পড়তে চলেছে, তার চালক লোকটি তখন তার লেজ টেনে ধরে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। কিন্তু গাধাটার গোঁ চেপে গেছে, সে থামবে না। লোকটা এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "যা ইচ্ছে করগে তুই। শুধু মনে রাখিস, এর ফলটাও তোকেই ভুগতে হবে। "

প্রাচীন বচনঃ গোঁয়ারের বিপদ কেউ আটকাতে পারে না।

আমি বলিঃ পরিণতির হিসাব না করে যে রাজনীতি কেবল নিজের গোঁ ধরে চলতে থাকে, হঠকারিতার খাদে গড়িয়ে যাওয়া থেকে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। সে রাজনীতির থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া তখন আর কোন উপায় থাকে না।

(১০৫)The Hare and the Hound

এক খরগোশ আর এক শিকারী কুকুর

একদিন এক শিকারী কুকুর একটা খরগোশকে তার বাসা থেকে তাড়া করল। বহুক্ষন ছোটার পরও খরগোশটাকে ধরতে না পেরে কুকুরটা হাল ছেড়ে দিয়ে থেমে গেল। সেই সময় একটা লোক সেখানে ছাগল চরাচ্ছিল। সে কুকুরটার অবস্থা দেখে তাকে টিপ্পনী কাটল, "তোমাদের দু'জনের মধ্যে দেখছি কুচোটাই আসলে দৌড়ে বেশী ওস্তাদ।" কুকুরটা তখন তাকে উত্তর দিল, "আসল তফাৎটাই তুমি ধরতে পারনি। আমি শুধু খাবার জোগাড়-এর চেষ্টা করছিলাম। আর, খরগোশটা ছুটছিল প্রাণের দায়ে।"

প্রাচীন বচনঃ কি পাওয়া যাবে তার উপর নির্ভর করে চেষ্টাটা কেমন হবে।

আমি বলিঃ যে সব সমালোচনা শোনা যায় তার অনেকই করা হয় – স্রেফ নিন্দা করার জন্য, অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়ে। কে কি অবস্থায় কি করেছে সে সব আর হিসাবে আনা হয় না।

ঈশপের গল্প (১০৬-১১০)

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত ভিনদেশী এই গল্পগুলি স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে আজো আমাদের চেনা জগতের কথা বলে যায়।

****

বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

****

(১১১)The Dog Invited to Supper

নিমন্ত্রণ পাওয়া কুকুরের গল্প

এক ভদ্রলোক বাড়িতে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর এক বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। বন্ধুর সাথে সাথে বন্ধুর কুকুরটাও এসে হাজির হ'ল সেই ভোজে। সেই ভদ্রলোকের নিজের কুকুর তখন মালিকের বন্ধুর কুকুরকে দেখে এগিয়ে এল। "এসো দোস্ত" বলল সে, "আমাদের সাথেই আজ খেয়ে নাও।" নিমন্ত্রণ পেয়ে সে কুকুরের ত মহা আনন্দ হল। ভোজের আয়োজন দেখে সে মনে মনে বলল, "বিরাট ব্যাপার, কোন সন্দেহ নেই এতে, সত্যি বলতে কি খুবই সৌভাগ্য আমার। যা যা মন চায় খাব আজকে, ভাল করে খেয়ে নেওয়া দরকার আজ রাতে, কে জানে কাল আবার কতটুকু খাবার জুটবে।" নিজের মনে এইসব ভাবনা ভাবতে ভাবতে মহা খুশীতে সে তার লেজ নাড়াতে থাকল। এক ফাঁকে নিজের

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে চতুর একটা হাসিও দিয়ে দিল সে। কিন্তু তার এই লেজ নাড়ানো পাচক মশায়ের নজরে পড়ে গেল। অচেনা অজানা এক কুকুর দেখে সে সোজা সেটার ঠ্যাং ধরে জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ার পর কঁকিয়ে উঠে সেই কুকুর রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। তার আওয়াজ শুনে রাস্তা থেকে অন্যান্য কুকুররা ছুটে এল তার কাছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল কেমন ভোজ খেল সে। "আমার মনে হয়," বলল সে, একটা দুঃখের হাসি মুখে ঝুলিয়ে, "আসলে আমি ঠিক মত জানিই না, তরল পানীয়তে ডুবেছিলাম তো, কোথা দিয়ে কি ভাবে যে ও বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি সেটা পর্যন্ত ধরতে পারিনি।"

প্রাচীন বচনঃ পিছনের দরজা দিয়ে যারা ঢোকে, জানালা দিয়ে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হলে সেই নিয়ে তাদের কোন অভিযোগ করা সাজে না।

আমি বলিঃ বড়লোকের সাঙ্গ-পাঙ্গদের অনুগ্রহের কোন ভরসা নেই, একজন ডেকে নেবে ত আরেকজন তুলে আছাড় মারবে। বাঁচতে হলে এদের দূরে থাকাই ভাল।

(১১২)The Frogs Asking for a King

ব্যাঙেদের রাজা চাই

ব্যাঙেদের খুব দুঃখ, তাদের কোন রাজা নেই। তারা দেবরাজ জুপিটারের কাছে আবেদন জানাল তাদের জন্য রাজা পাঠাতে। জুপিটার দেখলেন, এই ব্যাঙেরা নিতান্তই সহজ সরল। তিনি একটা বিরাট কাঠের গুঁড়ি তাদের মাঝখানে ফেলে দিলেন। কাঠের গুঁড়ির ঝপাং করে জলে পড়ল। সেই পড়ার চোটে ভীষণ ভয় পেয়ে ব্যাঙেরা গভীর জলে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু যেই তারা দেখল যে গুঁড়িটার কোনই নড়ন চড়ন নেই, দল বেঁধে জলের উপর ভেসে উঠল সবাই। গুঁড়িটার প্রতি তাদের আর বিন্দুমাত্র ভয় নেই। এমন অবস্থা হল, তারা ওটার গা বেয়ে ওটার উপর চড়ে বসে রইল। একসময় তাদের মনে হল, এমন একটা নিষ্কর্মা রাজা পাঠিয়ে দেবরাজ

তাদের প্রতি বড়ই অবিচার করেছেন। তারা জুপিটারের কাছে আবার একজন রাজা পাঠানোর জন্য আবেদন জানাল। ইন্দ্র একটা ঈল মাছ পাঠিয়ে দিলেন তাদের উপর রাজত্ব করার জন্য। ঈল নড়ে চড়ে, ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু বড়ই ভাল সে, খুবই শান্ত স্বভাব। ব্যাঙেদের মন ভরল না। তারা আরো একবার জুপিটারের কাছে রাজা পাঠানোর অনুরোধ করল। জুপিটার তাদের ক্রমাগত অভিযোগে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে একটা বককে পাঠিয়ে দিলেন তাদের রাজা করে। বকটা দিনের পর দিন ব্যাঙগুলোকে খেয়ে চলল যতদিন পর্যন্ত অভিযোগ জানানোর জন্য একটা ব্যাঙও আর পড়ে রইলনা।

প্রাচীন বচনঃ পরিবর্তন আনার সময় খেয়াল রাখা দরকার যে পরিবর্তনটা ভালর দিকে হচ্ছে।

আমি বলিঃ দুর্বৃত্ত শাসক এসে যখন জান-মানের বিনাশ ঘটায় তখন বোঝা যায় কোন শাসকের বদলে কোন শাসক এসেছে। তখন বোঝা যায়, সব শাসক সমান নয়। যদিও ততক্ষণে অনেকই দেরী হয়ে যায়।

(১১৩)The Prophet

ভবিষ্যৎ বলা দৈবজ্ঞ

বাজারের মাঝখানে বসে এক দৈবজ্ঞ পথ-চলতি লোকেদের ভবিষ্যৎ বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে তাকে বলল যে কারা যেন তার ঘরের দরজাগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে। আর, তার সব জিনিষপত্র তারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এই শুনে দৈবজ্ঞটি হায় হায় করে উঠে যত জোরে পারে নিজের বাড়ির দিকে ছুট লাগাল। তার এক প্রতিবেশী তাকে এইভাবে দৌড়ে যেতে দেখে বলল, "ওঃ! আপনি! তা আপনি ত বলেন যে সব লোকেদের ভবিষ্যৎ আপনি আগে থাকতেই বলে দিতে পারেন। এইটা তা হলে কি করে হল যে নিজের ভবিষ্যৎটাই আপনি আগাম জানতে পারলেন না?"

প্রাচীন বচনঃ (এই গল্পের জন্য কোন প্রাচীন বচন পাইনি)

আমি বলিঃ দৈবজ্ঞের ক্ষমতার অসারতার বিষয় ঈশপ কবেই বলে গেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ-এর কথা আগাম জানতে মানুষ এতই ভালবাসে যে দৈবজ্ঞের কথা শুনতে চাওয়া লোকের সংখ্যা কমার বদলে বেড়েই চলেছে।

(১১৪)The Dog and his Master's Dinner

কুকুর আর তার মালিকের খাবার

এক কুকুর রোজ তার মালিকের কাছে খাবার পৌঁছে দিত। খাবারের ঝুড়ি থেকে আসা চমৎকার সব খাবারের গন্ধে সেই কুকুরের খুব লোভ হত খাবারগুলো চেখে দেখার। কিন্তু, নিজেকে সব সময় সামলে নিত সে। বিশ্বস্ততার সাথে নিয়মিত সে তার কাজ করে যেত। কিন্তু একদিন পাড়ার সব কুকুরেরা একসাথে তার পিছু নিল। চোখে তাদের তীব্র আকাঙ্খা, মুখ থেকে লোভ ঝরে পড়ছে। সমানে তারা চেষ্টা করতে থাকল ঝুড়ি থেকে খাবার চুরি করে খেয়ে ফেলার। বিশ্বাসী কুকুরটি অনেকক্ষণ তাদের থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধাওয়া করে আসা কুকুরগুলো এক সময় এমন ভাবে তাকে ঘিরে ধরল যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুকুরগুলোর সাথে তর্ক করে সে তাদের বোঝাতে চাইল যে তারা কাজটা ঠিক করছে না। চোর কুকুরগুলো ঠিক এটাই চাইছিল। তারা এমনভাবে তাকে বিদ্রূপ করতে রইল যে একসময় সে রাজী হয়ে গেল। "ঠিক আছে, তাই হোক," বলল সে, "তবে, ভাগাভাগিটা কিন্তু, আমি নিজে ঠিক করব।" এই বলে মাংসের সবচেয়ে ভালো টুকরোটা সে নিজের জন্য তুলে নিল আর বাকিটা ঐ কুকুরগুলোকে দিয়ে দিল।

প্রাচীন বচনঃ লোভের সাথে আলোচনায় বসলে লোভের হাতে পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী থাকে।

আমি বলিঃ সম্পদের অংশীদার না করে চিরকাল কাউকে দিয়ে সেই সম্পদের ভার বওয়ান যায় না। একদিন না একদিন সেই বঞ্চিত লোক ঐ

ভার লুট করে নেবেই।

(১১৫)The Buffoon and the Countryman

ভাঁড় ও স্থানীয় লোক

এক ভদ্রলোক ছিলেন, যেমন বড় ঘরের, তেমনি বিরাট বড়লোক। সাধারণ লোকেরা যাতে বিনা পয়সায় আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে তার জন্য তিনি একটি রঙ্গমঞ্চের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে ঐ মঞ্চে কেউ যদি নুতন কোন মজাদার কিছু করে দেখাতে পারে তবে তাকে তিনি অনেক পুরস্কার দেবেন। এক ভাঁড়, রঙ্গ-রসিকতায় খুব নাম-ডাক ছিল তার, বলল যে সে এমন মজার খেলা দেখাবে যা কোন মঞ্চে আগে কেউ কখনো দেখায়নি। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এই কথা। চারিদিকে একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে নুতন মজা দেখার জন্য রঙ্গমঞ্চের সামনে প্রচুর লোকের ভীড় হল। ভাঁড়টি মঞ্চে এল এক সময়। তারপর একটা বাচ্চা শূয়োরের চিঁ চিঁ আওয়াজ নকল করে ডেকে উঠল। নকল করার কাজটা সে এত ভালভাবে করেছিল যে দর্শক-শ্রোতারা সাব্যস্ত করল, লোকটির ঝোল্লা জোব্বার নিচে নিশ্চয়ই একটা বাচ্চা শূয়োর লুকোনো আছে। তারা দাবী করল যে লোকটিকে তার জোব্বা ঝেড়ে-ঝুড়ে দেখাতে হবে। জোব্বা ঝাড়াঝুড়ি করেও যখন কিছু বের হল না, তখন তারা প্রবল হাততালি দিয়ে লোকটিকে বাহবা জানাল। স্থানীয় একজন সাধারণ লোক এইসব দেখে-শুনে বলল, সে ও আসছে কাল এই মজাটাই করে দেখাবে। পরের দিন ভীড় আরো বিরাট। দুই অভিনেতাই মঞ্চে হাজির। ভাঁড়টি আগের দিনের মতই বাচ্চা শূয়োরের ডাক নকল করল, দর্শক-শ্রোতারাও আগের দিনেরই মত তাকে প্রচুর বাহবা দিল। এবার স্থানীয় লোকটির পালা। সে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন তার জোব্বার নীচে একটা বাচ্চা শূয়োর লুকিয়ে রেখেছে (আসলেই রেখেওছিল), তারপর যেন সে সেই শূয়োরের কান ধরে টানাটানি করল আর, শূয়োরের চিঁ চিঁ আওয়াজ শোনা গেল। লোকেরা অবশ্য সেই আওয়াজ শোনার পর রায় দিল যে

একটু আগে ভাঁড়টি আরো ভালভাবে শূয়োরের ডাক নকল করে শুনিয়েছে। এইবারে এই সাদাসিধে স্থানীয় লোকটি জোব্বার ভিতর থেকে একটি বাচ্চা শূয়োর বার করে আনল। সবাই অবাক হয়ে দেখল, কি বিরাট ভুল ধারণা তারা করে বসেছিল (ভাঁড়টির ক্ষমতা বিষয়ে)।

প্রাচীন বচনঃ সমালোচকদের উপর সবসময় ভরসা করা যায় না।

আমি বলিঃ নানা রকম বুকনি শুনে যাদের যত বড় বলে মনে হয়, ভাল করে খোঁজ নিলে পর তাদের আর তত বড় বলে না মনে হওয়ার সম্ভাবনা ভালই।

ঈশপের গল্প (১০৬-১১০)

নুতন করে আর বলার কিছু নেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে রচিত ভিনদেশী এই গল্পগুলি স্থান-কালের সীমানা পেরিয়ে আজো আমাদের চেনা জগতের কথা বলে যায়।

****

বারে বারে পড়ার মত গল্পগুলিকে একালের বাংলা ভাষায় আমার নিজের মত করে ধরে রাখার ইচ্ছের ফসল এই লেখা।

অনুবাদ ইংরেজী পাঠের অনুসারী, আক্ষরিক নয়। সাথে আমার দু-এক কথা।

গল্পসূত্রঃ R. Worthington (DUKE Classics)-এর বই এবং আন্তর্জাল-এ লভ্য http://www.aesop-fable.com -এ ইংরেজী অনুবাদের ঈশপের গল্পগুলি।

গল্পক্রমঃ R. Worthington-এর বইয়ে যেমন আছে।

****

(১০৬)The Kites and the Swans

চিল আর রাজহাঁস-এর গল্প

অনেক আগে চিলরা গান গাইতে পারত, রাজহাঁসরাও। কিন্তু ঘোড়ার চিঁ-হি-হি ডাক শুনে তারা এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে তারাও ঘোড়ার মত করে ডাকার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা শুরু করে দিল। আর, সেই চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেদের গান গাওয়ার ক্ষমতাটাই ফেলল হারিয়ে।

প্রাচীন বচনঃ অজানা ভবিষ্যতের কাল্পনিক সুবিধা জোটাতে গিয়ে লোকে আজকের দামী প্রাপ্তিটা খুইয়ে বসে।

আমি বলিঃ নিজেকে নানা গুণে গুণান্বিত প্রমাণ করতে গিয়ে পুরাই অপদার্থ বনে যাওয়া প্রাক্তন গুণীদের কোনদিনই কমতি পড়ে না। তবে, প্রচার মাধ্যমের দাক্ষিণ্য পেয়ে গেলে ঐ অপদার্থদের বিখ্যাত হওয়া কি বিখ্যাত থাকা অবশ্য আটকায় না।

(১০৭)The Dog and the Manger

এক কুকুর আর জাবনার ডাব্বার গল্প

একটা কুকুর একদিন খড়ভর্তি এক জাবনার ডাব্বায় গিয়ে চড়ে বসল। যে ষাঁড়গুলোর ঐ জাবনা থেকে খাবার খাওয়ার কথা তারা খাবারের কাছাকাছি গেলেই কুকুরটা ভয়ানকভাবে দাঁত-মুখ খিঁচোতে রইল। ফলে ষাঁড়েরা খাবার খেতে পারল না। "কি স্বার্থপর কুকুর দেখো!" একটা ষাঁড় তখন বলল তার সঙ্গীদের, "হতচ্ছাড়াটা নিজে একটা খড়ও খেতে পারবে না, অথচ আমরা যারা এই খড় খেয়েই বেঁচে থাকি, আমাদেরও খেতে দিচ্ছে না। "

প্রাচীন বচনঃ নিজে উপভোগ করতে পারব না বলে অন্য কাউকে কোন ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত করা ঠিক নয়।

আমি বলিঃ জাবনা আটকে রাখা কুকুরকে লাথি মেরে তাড়াতে না চাইলে না খেয়েই মরতে হবে কারণ, মারের ভয় না থাকলে বদমাইশ কুকুর জাবনার ডাব্বাতেই চড়ে বসে থাকবে।

(১০৮)The Crow and the Serpent

এক কাক আর এক সাপের গল্প

একটা কাকের খুব খিদে পেয়েছিল। উড়তে উড়তে তার নজরে পড়ল, একটা দেয়ালের পাশে এক কোণায়, সূর্যের আলোয় একটা সাপ রোদ পোহাচ্ছে। কাকটা হুস করে নেমে এসে লোভীর মত ছোঁ মেরে সাপটাকে তুলে নিল। সাপটা ফুঁসে উঠে কাকটাকে লাগাল এক মরণ-ছোবল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে কাকটা তখন বলল, "কি দুর্ভাগা আমি! যা আমি আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে ভাবলাম, তা'ই আমার নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াল।"

প্রাচীন বচনঃ উপর উপর দেখে যেটাকে সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে সেটা আসলে তা নাও হতে পারে।

আমি বলিঃ চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখলেই যারা ভাবে সাপটা মরে গেছে, আর ভয় নেই সেটাকে, তাদের বোকামি তাদের চরম সর্বনাশই ডেকে আনে।

(১০৯)The Cat and the Fox

এক বিড়াল আর এক শিয়ালের গল্প

এক বিড়াল আর এক শিয়াল কে কত রাজনীতি বোঝে তাই নিয়ে একদিন গল্প করছিল। শিয়াল বলল, "যত বড় বিপদই আসুক, আমার মত লোকের পরোয়া করার কোন কারণ দেখি না। অজস্র কায়দা-কসরৎ জানি আমি। আমার কোন রকম ক্ষতি করবার আগে সেই সব কাটাতে পারতে হবে।" "আমি বরং, আশা করছি তেমন কিছু হবে না, তবু," বলল সে, "বিড়াল-দিদি, ধরুন এক্ষুনি এখানে একটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে গেল। আপনি তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোন কোন ব্যবস্থা নেবেন সে নিয়ে ভেবে রেখেছেন কিছু?" "নাঃ, শিয়াল-দাদা", উত্তর দিল বিড়াল, "আমি ত কেবল একটাই উপায় জানি। সেইটা কাজ না করলে আমি গেছি, শেষ একেবারে।" "খারাপ লাগছে আপনার জন্য," উত্তর দিল শিয়াল, "মন

থেকে বলছি। আর, আপনার কোন কাজে লাগতে পারলে খুবই খুশীও হতাম আমি। কিন্তু কি জানেন, প্রতিবেশী আপনি, বোঝেনই ত, যা দিনকাল পড়েছে এখন, কাউকেই আর বিশ্বাস করা যায়না। সেই যে বলে না, নিজের ব্যবস্থা নিজেরই করে নিতে লাগে।" শিয়ালের কথাগুলো মুখ থেকে খসতে না খসতেই তাদের কানে এল এক পাল শিকারী কুকুরের আওয়াজ। ভীষণ চিৎকার করতে করতে কুকুরের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। বিড়াল, একটা কায়দাই ত জানত সে, দৌড়ে একটা গাছে উঠে পড়ল। অনেক উঁচুতে মগডালের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দেখতে লাগল শিয়ালের অবস্থা। হরেক রকমের কায়দা কসরৎ করতে গিয়ে শিয়াল আর কিছুতেই কুকুরগুলোর নজরের বাইরে যেতে পারল না। কুকুরগুলো তাকে ঘিরে ধরে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

প্রাচীন বচনঃ একটুখানি সাধারণ বুদ্ধি প্রায়ই গাদা-গুচ্ছ কৌশলের থেকে বেশী কাজে লাগে।
(প্রাচীন বচনটিই ভিন্ন বাচনভঙ্গীতেঃ পলাইতে জানে না ক্যার্দানি দ্যাখায়!)

আমি বলিঃ শিয়াল যদি বা ঘিরে ফেলে ধরা যায়, বিড়াল ধরতে গেলে গাছে চড়ার কি গাছ ঝাঁকানোর ক্ষমতা থাকা দরকার হয়। দুর্নীতির আশ্রয়দাতা গাছগুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে দুর্নীতির বড় কারবারীদের ধরা যায় না।

(১১০)The Eagle and the Arrow

এক ঈগল আর এক তীর

অনেক উঁচু একটা পাথরের উপর বসেছিল এক ঈগল। নীচে ঘুরে বেড়ানো একটা খরগোশের উপর নজর রাখছিল সে। ইচ্ছে তার, ওটকে শিকার করবে। এদিকে, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে এক তীরন্দাজ শিকারী তাক করছিল ঈগলটাকে। একসময় সে নিখুঁত নিশানায় ছেড়ে দিল তার তীর আর ঈগলটাকে বিঁধে ফেলল চরমভাবে। বুকের মধ্যে গেঁথে যাওয়া তীরটার

দিকে এক ঝলক তাকাল সেই মরতে বসা ঈগল। দেখল, ঠিকমত হাওয়া কেটে উড়ে যাওয়ার জন্য তীরের লেজে যে পালক লাগানো আছে, তা ঈগলের নিজেরই পালক। "দুঃখটা আমার এখন এই ভেবে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে যে," অবাক হয়ে বলল সেই ঈগল, "আমায় আজ মরতে হল আমার নিজেরই ডানার পালক বসানো তীরে।"

প্রাচীন বচনঃ নিজের কাজের ফলে ঘটা দুর্দশা সহ্য করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ।

আমি বলিঃ শক্তিশালী অত্যাচারীকে বাগে আনতে তার নিজের শক্তিকেই তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে জানতে লাগে।

এই ইবুকটি উৎসর্গ করলাম শিশির শুভ্র ভাই কে।

ইবুক – সঞ্জয় হুমানিয়া

sanjay.humania@gmail.com

admin@sanjayhumania.com